আলম্‌গীরের পত্রাবলী

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মডার্ণ পাব্‌লিশিং সিণ্ডিকেট
১৩-১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্‌
কলিকাতা

আলম্‌গীরের পত্রাবলী

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

মডার্ণ পাব্‌লিশিং সিণ্ডিকেট
১৬-১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীশিশিরকুমার চক্রবর্ত্তী বি-এস্-সি
মডার্ণ পাব্লিশিং সিণ্ডিকেট
১৬-১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

বার আনা
প্রথম সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৪২

PRINTER : SURES C. DAS, M.A.
ABINAS PRESS
40, MIRZAPUR STREET, CALCUTTA.

আলম্‌গীর অর্থে বিশ্ববিজয়ী। এই খেতাবটি আওরংজীবের পিতৃদত্ত। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহ্‌জহানের কঠিন পীড়ার সময় আওরংজীব সাম্রাজ্যলাভের জন্য পিতার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। সম্রাট তাঁহাকে শান্ত করিবার জন্য আলম্‌গীর আখ্যা দেন। তারপর ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া আওরংজীব পিতৃদত্ত আলম্‌গীর উপাধিই গ্রহণ করেন।

আলম্‌গীরের পত্রাবলীর যে-সব সংগ্রহ আছে, তাহা "রুকায়াৎ-ই-আলম্‌গীরী", "রকাইম্‌-ই-করাইম্‌", "আদাব্‌-ই-আলম্‌গীরী প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ। এই পুস্তকে "রুকায়াৎ-ই-আলম্‌গীরী" হইতে সম্রাটের কতকগুলি পত্র প্রকাশ করা হইল। সম্রাট বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন অবস্থায় তাঁহার পুত্র-পৌত্র এবং কর্ম্মচারিগণের সহিত যে পত্র ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাঁহার চরিত্রের প্রতিচ্ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। একদিকে যেমন দেখা যায়, তিনি কৌশলী, কূট এবং নিজ ধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাসী, অপরদিকে তেমনই বুঝিতে পারা যায়, তিনি ন্যায়পরায়ণ, সদাশয় নরপতি এবং ধার্ম্মিক ও খাঁটী মুসলমান ছিলেন। আওরংজীব তাঁহার রাজত্বের শেষ ২৬ বৎসর দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অতিবাহিত করেন। তাঁহার পত্রাবলীর বেশীর ভাগ খুব সম্ভব এই সময়েই লিখিত হয়।

এই পুস্তকের প্রচ্ছদটি নব দিল্লীর উকীল-কলাভবনের শিল্পী শ্রীযুক্ত অন্নদা সেন মহাশয়ের অঙ্কিত। এ জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

দিল্লী,
১লা আশ্বিন, ১৩৪২ } শ্রীযামিনীকান্ত সোম

আলম্‌গীরের পত্রাবলী

[শাহ্‌জাদা সুলতান্‌ মুহম্মদ মুয়জ্জম্‌ শাহ্‌আলম্‌ বাহাদুরের প্রতি]

সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিয় পুত্র মুহম্মদ মুয়জ্জম্‌[১], তোমার পত্রে অবগত হইলাম তুমি তোমার চতুর্থ পুত্রকে একটি অতিরিক্ত খেতাব প্রদান করিতে অভিলাষী। এই পুত্রের প্রতি তুমি অপেক্ষাকৃত অধিক অনুরক্ত দেখিতেছি। কিন্তু তাহা হইতে পারে না; কারণ জ্যেষ্ঠকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কনিষ্ঠের প্রতি এইরূপ অতিরিক্ত অনুগ্রহ অসম্ভব। আমার ইহাও বড় বিস্ময়কর মনে হইতেছে যে, তুমি তোমার পরিবারবর্গের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়াও একটিমাত্র পুত্রের প্রতি এরূপ স্নেহ-পরায়ণ! যাহা হউক, ইহাও সুখের বিষয় মনে করি। তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার এই অনুরোধ রাখিতে না পারিলেও অন্য উপায়ে আমি তোমার সন্তোষ বিধান করিব।

[২]

প্রিয়তম পুত্র, ফতেউল্লা খাঁর সৎস্বভাবসত্ত্বেও কেন তুমি তাহাকে অসন্তুষ্ট করিয়াছ? যুবরাজকালে ওমরাহগণের সহিত আমি এরূপ মিষ্ট ব্যবহার করিতাম যে সকলেই

---

১ আওরংজীবের মৃত্যু হইলে ইনি বাহাদুর শাহ্‌ (প্রথম) উপাধি গ্রহণ করিয়া সম্রাট হইয়াছিলেন (১৭০৭ খৃষ্টাব্দ)।

আমার প্রতি তুষ্ট ছিল—পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে সকলেই আমার সুখ্যাতি করিত। বিধর্ম্মী ভ্রাতার (দারা-শিকো) যথোপযুক্ত পদগৌরব এবং বুদ্ধি-প্রাখর্য্য থাকা সত্ত্বেও ওমরাহগণের কেহ কেহ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া আমার চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিল। শত্রু ভ্রাতার (দারা-শিকো) প্ররোচনায় যাহারা ধর্ম্মবিগর্হিত কার্য্য করিত বা বিরুদ্ধবাক্য ব্যবহার করিত, আমি তাহাদের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলাম। আমার ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতার প্রশংসা সকলেই করিত। শাহান্‌শাহ্ (শাহ্‌জহান্) আমার সৈন্য-পরিচালনা ও সাহসিকতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। এই কীটাণুকীটের বাহুবলে অনেক দুষ্কর কার্য্য সুসম্পাদিত হইয়াছিল। ফতেউল্লা খাঁর মত একজন কর্ম্মপটু, সাহসী সৈনিকের হৃদয় তুমি ভগ্ন করিয়া দিলে। আমার অবর্ত্তমানে সে তোমার অনেক উপকারে লাগিত। যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আর উপায় কি? তাহার মন ফিরাইতে পার, ভাল। তোমার কার্য্যাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইতে চেষ্টা কর। আমার উপদেশ শুন, যা বলিতেছি কর—অবহেলা করিও না। যত শীঘ্র হয়, ততই ভাল। যাহারা সত্যপথের অনুগামী, তাহারা শান্তিলাভ করুক।

[৩]

সুখী পুত্র মুহম্মদ মুয়জ্জম্, কোনও এক বন্ধুর পত্রে অবগত হইলাম, তুমি মস্তকে পীতবর্ণের পাগড়ী বাঁধিয়া, রেশমী পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া প্রত্যহ দরবার করিয়া থাক। তোমার বয়স ৪৬ পার হইয়াছে না? বাহবা! সাদা দাড়ী লইয়া এই বয়সে তুমি জমকাল পোষাক পর!

[৪]

সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী প্রিয় পুত্র মুহম্মদ মুয়জ্জম্, ভগবান্ তোমাকে সতত রক্ষা করুন। একজন বিশ্বস্ত অনুচরের মুখে শুনিলাম, তুমি এই বৎসর 'নওরোজ' উৎসব পারস্য-প্রথায় অর্থাৎ 'সিয়া'-মতানুযায়ী নির্ব্বাহ করিয়াছ। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, নিজের ধর্ম্মে যেন তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকে। পুত্র, কে তোমাকে এই নূতন প্রথা অবলম্বন করিতে বলিল? আমার বিশ্বাস, সেই আরবটা যে 'সৈয়দ' আখ্যা লাভ করিতে চায়, সেই তোমাকে এই কার্য্যে পরামর্শ দিয়াছে। কিন্তু লোকটা ত দেখিতেছি ধার্ম্মিককে অধর্ম্মপথে লইয়া যাইতে বিলক্ষণ পটু! তোমার জানা উচিত, এই উৎসবটা 'মজুসি'দিগের। হিন্দুগণ এই দিনকে অবিশ্বাসী বিক্রমাজিতের অভিষেক-

দিবস বলিয়া বিশ্বাস করে এবং হিন্দু সম্বতের আরম্ভ এই দিন হইতেই বলিয়া তাহারা মনে করে। অতএব তোমাকে নিষেধ করিতেছি, পুত্র, ভবিষ্যতে তুমি এই উৎসব পালন করিয়া দ্বিতীয়বার গর্হিত কার্য্য না কর। আমি বারংবার তোমাদের উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু তোমরা কেহই সত্য-বস্তুর অনুসন্ধান করিলে না। ভগবানের নিকট আমি সরল অন্তঃকরণে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমার প্রত্যেক পাপকার্য্যের জন্য আমি অনুতপ্ত—তিনি যেন আমাকে মার্জ্জনা করেন।

[৫]

সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী প্রিয় পুত্র মুয়জ্জম্, আমার সংবাদ যাহাতে তুমি সত্বর পাও সেজন্য আমি মুনায়াম খাঁকে তোমার নিকট প্রেরণ করিলাম। আমি এখন সজ্ঞানে নাই। বলিতে পারি না—কে আমি—কোথায় যাইব। জানি না এই মহাপাপীর অদৃষ্টে কি ঘটিবে। আমি ঘোরতর নারকী। আমি এক্ষণে জগতের প্রত্যেকের নিকট বিদায় লইলাম এবং তোমাদিগকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার খ্যাতনামা ধর্ম্মশীল পুত্রগণ আমার মৃত্যুর পর পরস্পর বিসংবাদে প্রবৃত্ত হইয়া ঘোরতর নরহত্যায় লিপ্ত হইবে না। ঈশ্বর তাহা-দিগকে সুমতি দান করুন। প্রজাগণ তাঁহারই পুত্র।

রাজাগণের যেন মতি পরিবর্ত্তিত হয় এবং তাহারা যেন প্রজাগণের সংরক্ষণে যত্নশীল হয়।

[৬]

[তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ আজম্ শাহ্ বাহাদুরের প্রতি]

প্রিয়তম পুত্র আজম্, শাহান্‌শার (শাহ্‌জহানের) রোজনাম্‌চার কয়েকটি কথা আমার খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেগুলি তোমায় অবিকল লিখিয়া পাঠাইলাম। কথাগুলি অতি সুন্দর, তাহা এই—

"কতকগুলি কাজ অতিশয় উৎকৃষ্ট; যথা—অসৎলোকের সহানুভূতি না করা; কোনও লোকের অভিলাষ অপূর্ণ রাখিয়া তাহাকে নিরাশ না করা; শান্তস্বভাব ব্যক্তিকে উৎপীড়িত না করা; বিশেষ অভাবগ্রস্ত না হইলে ভিক্ষা না করা; সাধুলোকের সহবাস করা; গুণবান্ এবং যোগ্য-লোকের অনুসন্ধান করা; নির্ব্বোধের সংসর্গ ত্যাগ করা; যোগ্যপাত্রকে চাহিবার পূর্ব্বেই যথাসাধ্য দান করা; বিদ্বানের সমাদর করা; সৎকার্য্যে দিন যাপন করা; বিধর্ম্মীদিগের শাস্ত্রবাক্যে মনোযোগ না দেওয়া; বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীর অবস্থার প্রতি অনবহিত না হওয়া; ধার্ম্মিকগণের সাহচর্য্যে সময় ক্ষেপণ করা; ইহলোক এবং পরলোক-সম্বন্ধীয় সৎকার্য্যে যাহারা যত্নশীল, তাহাদিগের যথাসাধ্য উপকার করা।"

এই যুগেও অনেক সৎলোক আছেন, কিন্তু তেমন লোক কোথায় যাঁহারা সৎলোকের সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে ইচ্ছুক? সময়ের গতিক দেখিয়া আমি বড়ই উদ্বিগ্ন। কারণ ভগবান্ না করুন, এতদপেক্ষা অধিকতর মন্দ সময় আসিবে। তোমরা যদি সাম্রাজ্যের অভিলাষী হও, তবে সৎলোকের অনুসন্ধান কর। তাঁহাদিগকে নিজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের উপকার কর।

[৭]

ভাগ্যবান্ পুত্র, তুমি যে চমৎকার খিচুড়ী ও মাংস শীতের সময় আমাকে খাওয়াইয়াছিলে, তাহার আস্বাদ আমি ভুলি নাই। ইস্‌লাম খাঁ যে খিচুড়ী রাঁধে, সে কিন্তু তার কাছে কিছুই নয়। তোমার পাচক সলিমানকে আমি চাহিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি তাহাকে ছাড় নাই। তার কাছে রান্না শিখিয়া তারই মত পাকা রাঁধুনি হইয়াছে, এমন যদি কাহাকেও পাও, আমার নিকট পাঠাইয়া দিও। পুত্র, সেই দিনটিই আমার অতীব সুখের, যে দিন তুমি আসিয়া আমার সঙ্গে আহার এবং আমোদ-আহ্লাদ কর। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি—মাথার চুল সাদা হইয়া গিয়াছে; কিন্তু ভালরূপ খাইবার সাধ এখনও আমার পুরাদস্তুর রহিয়াছে।

[৮]

প্রিয়তম পুত্র, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে তোমার পুত্র বাহাদুর দিন দিন সাহসী হইয়া উঠিতেছে। সাবধান! আমার প্রিয় পৌত্র বাহাদুরকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিতে যেন কোনওরূপ ত্রুটি না হয়। আমার বিশ্বাস, চেষ্টা করিলে সে জাঠ-সেনাপতিকে পরাভূত করিয়া মালবদেশ দখল করিতে পারিবে। তাহার সাহায্যার্থ আমি হুকুমনামা প্রেরণ করিয়াছি। রাজপুত সর্দ্দার রাজা বসনসিং কাচবা তাহার সহিত যোগদান করিবে এবং আকবরাবাদের দুর্গ-রক্ষক তাহাকে অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি যাবতীয় যুদ্ধসরঞ্জাম প্রদান করিবে। তুমি স্বয়ং নর্ম্মদার মোহানাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ডানদিক ঘুরিয়া ইস্‌লামাবাদে (মথুরায়) উপস্থিত হইবে এবং তথায় তুমি তোমার পুত্রের সহিত মিলিত হইবে।

[৯]

প্রিয় পুত্র মুহম্মদ আজম্, খোদা সতত তোমাকে রক্ষা করুন! বুঝিলাম, মূর্খ আফ্‌জলকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্যই তুমি অত্যাচারী হাসানবেগকে পদচ্যুত কর নাই। হতভাগ্য প্রজাগণ কিন্তু অযথা প্রপীড়িত হইয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টভোগ করিতেছে। তাহারা একবাক্যে বলিতেছে, "রাজা আমাদের বিচার না করুন, কিন্তু একজন আছেন,

তিনি আমাদের বিচার করিবেন।" মনে রাখিও, পুত্র, তোমার এবং আমার হিসাব-নিকাশ আর একজন পাকা হিসাবী রাখিতেছেন—তাঁহার হিসাবের খাতায় অত্যাচারের জমাখরচ দস্তুরমত হইতেছে। তোমাকে জানাইতেছি, পুত্র, অবিলম্বে অত্যাচারগ্রস্ত প্রজাগণের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা তুমি কর—স্বয়ং তাহাদের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর! ইহার অন্যথাচরণ করিলে তোমার নিকট হইতে জায়গীর কাড়িয়া লওয়া হইবে এবং জানিও তোমার এই ক্ষতি দ্বিতীয়বার পূরণ করা হইবে না।

[১০]

প্রিয়পুত্র মুহম্মদ আজম্, জগদীশ্বর তোমাকে সতত রক্ষা করুন। আমার মনে হয় তুমি ভ্রমণকালে অতি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া থাক। কেননা, শুনিলাম তোমার শয্যাবাহক ভৃত্য সৈয়দ তোমার অশ্বের ধাক্কায় পড়িয়া গিয়া সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চত্ব পাইয়াছে। কি আপশোষ! আমার নিকটে যে কয়দিন তুমি ছিলে, তোমাকে আমি সর্ব্বদাই অমনোযোগী এবং অন্যমনস্ক দেখিতাম। আমার সঙ্গে কতদিন তুমি বেড়াইয়াছ—আমি কি প্রণালীতে অশ্বচালনা করিয়া থাকি, তাহা তুমি দেখিয়াছ এবং জান। তবে কেন তুমি আমার দৃষ্টান্ত অনুসরণ কর নাই? কেন তুমি অসংযতভাবে অশ্বচালনা করিয়াছিলে? এ সম্বন্ধে মহাত্মা-

গণের কি উপদেশ আছে জান ?—"অশ্বচালনা করিবে, কর, কিন্তু ধীরে শান্তভাবে, কদাচ দ্রুত এবং দুর্দ্দান্তভাবে চালনা করিও না। কারণ তোমার পায়ের নীচে কত হাজার হাজার মৃতদেহ সমাধিস্থ রহিয়াছে।" এই কথাটি ভালরূপ মনে রাখিও।

[:১]

ভাগ্যবান্ পুত্র, শুনিলাম তোমার খাস মুন্সী মুস্তাফা কুলীবেগ বেশ সততার সহিত কাজ করিয়া থাকে। এ অতি উত্তম কথা। তাহাকে যদি তুমি কোন খেতাব বা কোন অতিরিক্ত পদ দিতে চাও, আমাকে লিখিও, আমি তাহাকে তাহা প্রদান করিব। জানিও পুত্র, সৎলোক ঠিক খাঁটি সোণার মত। কথাই আছে, "মানুষ জগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ— সততা অতিশয় দুষ্প্রাপ্য। সাহান্সার (শাহ্জহানের) হিতৈষী উজির সায়েদউল্লা খাঁ একদিন নমাজ শেষ করিয়া খোদার নিকট আশীর্ব্বাদ চাহিলেন। তাঁহাকে অনেকক্ষণ ধরিয়া উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রার্থনা জানাইতে দেখিয়া এক দুর্ব্বিনীত ওমরাহ জিজ্ঞাসা করিল, কি আশীর্ব্বাদ তিনি চান। উত্তরে তিনি বলিলেন, "আমি সৎলোক হইব, শুধু এই আশীর্ব্বাদ চাই।' তিনি উত্তম জবাবই দিয়াছিলেন। সততা এবং নিষ্কপটতা—ভগবানের এই শ্রেষ্ঠ দান মানবের

আজন্মলব্ধ হইলেও এই দুইটি গুণ যাহাতে বজায় থাকে, তাহার জন্য ভৃত্যগণকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করা প্রয়োজন। কারণ এতদ্বারা ভৃত্যগণ সচ্ছন্দে এবং নির্ব্বিঘ্নে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার সুযোগ পায় এবং জীবিকা-উপার্জ্জনে তাহাদিগকে কোনরূপ উৎকণ্ঠা ভোগ করিতে হয় না। ফলতঃ, সাংসারিক অভাব ও অনটন তাহা-দিগকে বিপথে লইয়া যাইতে পারে না। ইহার ফল বড়ই সুখকর হয়। কারণ যে ভৃত্য সুখী এবং নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট, সে অধিক কার্য্য করিয়া থাকে।

[১২]

সুখী পুত্র মুহম্মদ আজম্, জগদীশ্বর তোমাকে রক্ষা করুন। মালবদেশঘটিত ব্যাপারে বুঝিতে পারিলাম যে সঙ্কীর্ণচেতা পাহাড়সিংএর ঔদ্ধত্য এবং হঠকারিতাই সে প্রদেশে এত অধিক গোলযোগ, অশান্তি ও বিদ্রোহ ঘটাইবার কারণ। কিন্তু ভালই হইয়াছে যে হতভাগা তোমার সহকারী উজীর তালুকচাঁদকর্ত্তৃক হত হইয়া এত শীঘ্র নরকস্থ হইয়াছে। এজন্য জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ। "হে ন্যায়পরায়ণ পরমেশ্বর, তোমার এই অনুগ্রহের জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে তোমার নিকট উৎসর্গ করিলাম।" পুত্র, তোমার কার্য্যে আমি বড়ই খুসী হইয়াছি। তুমি যে রাজভৃত্যগণকে উৎসাহিত ও পুরস্কৃত করিয়া তাহাদের

দ্বারা রাজ্যশাসন করিয়া লইতেছ ইহা বড়ই সুবুদ্ধির পরিচায়ক। তোমার এই ব্যবস্থা আমি অন্তরের সহিত সমর্থন করিলাম এবং উপঢৌকনস্বরূপ তোমাকে একটি মুক্তার হার প্রেরণ করিলাম—ইহার মূল্য পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা। তোমার এই হিন্দু মন্ত্রী মাড়োয়ারী তালুকচাঁদ দুর্দ্দান্ত রাজপুত পাহাড়সিংকে তীর নিক্ষেপে নিহত করিয়া খুব বাহাদুরী করিয়াছে—ঠিক যেন এক চড়ুই পাখী একটা শিকারী বাজকে মারিয়াছে। এই লোকটাকে আমি পাঁচহাজারীর পদে উন্নীত করিয়া "রাও" উপাধি প্রদান করিলাম এবং এতৎসহ একটী সম্মানসূচক পরিচ্ছদ, একখানি তলোয়ার এবং একটি ঘোড়া বক্‌শিস্ দিলাম। তুমিও তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে। তাহাকে একটি বিভাগের শাসনকর্ত্তা করিয়া তাহার সাহসের সুখ্যাতিসূচক একখানি চিঠি তাহাকে লিখিয়া পাঠাইবে। এই প্রকার কার্য্যের ফল খুব ভাল হয়। কারণ অন্যান্য ভৃত্য ইহা দেখিবে এবং পুরস্কারের আশায় তাহারাও ভাল কাজ করিবে।

[১৩]

সৌভাগ্যবান্ পুত্র, একজন গুপ্তচর আসিয়া আমাকে খবর দিল যে বাহাদুরপুর (খান্দেশ) হইতে আওরঙ্গাবাদের পথ নিরাপদ নয়। এ পথে দস্যুর বড়ই উপদ্রব। দস্যুগণ পথিক ও ব্যবসায়ীগণের যথাসর্ব্বস্ব লুটিয়া লয়। আমেদাবাদ এবং বুরহানপুরের নিকটবর্ত্তী জায়গায়—অর্থাৎ যেখানে রাজকীয় সৈন্যের আড্ডা—যখন দস্যুগণের এত উৎপাত, তখন দূরবর্ত্তী স্থানের কথা একবার ভাবিয়া দেখ। তোমার নিয়োজিত চরগণ তোমাকে আসল খবর মোটেই দেয় না। পুত্র, রাজকার্য্যে অবহেলা এবং অমনোযোগ রাজধর্ম্ম নয়। তুমি নূতন চর নিযুক্ত করিয়া তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দাও এবং পুরাতন চরগণকে রীতিমত সাজা দাও। সত্বর একটা পৃথক সৈন্যদল নিযুক্ত করিয়া দস্যুগণকে দমন কর, শীঘ্র রাজপথ নিরাপদ কর। আর কতদিন এই প্রকার বিশৃঙ্খলতার সহিত কাজ করিবে? বড়ই লজ্জার কথা। মহাত্মাগণ কি বলেন জান? "তোমাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বলি না, লাভবান্ হইতেও বলি না। কিন্তু সুযোগ হারাইও না। যে কাজ করিবে বলিয়া মনস্থ করিয়াছ, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন কর।" সুখী হও, পুত্র।

[১৪]

ভাগ্যবান্ পুত্র, চীনদেশের একটি উৎকৃষ্ট জলপাত্র এবং কাচকড়ার তৈরী একটি কুর্সি আমি উপঢৌকন স্বরূপ পাইয়াছিলাম। পুত্র, এই দুইটি জিনিষ আমি তোমাকে পাঠাইলাম। এই দুইটি উপঢৌকনের জন্য আমাকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। প্রতিদান স্বরূপ তুমি আমাকে এক ঝুড়ি আম পাঠাইয়া দিবে। পূর্ব্বকার কথা ভুলিয়া যাও, পুত্র।

[১৫]

প্রিয়তম পুত্র মুহম্মদ আজম্, বুরহানপুরে আমি একদিন ফকীর মিঞা আবদুল লতিফের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম—তাঁহার পবিত্র সমাধি অধিকতর পবিত্র হউক। কথাপ্রসঙ্গে আমি তাঁহাকে বলিলাম—"অনুমতি করিলে আপনার ফকীরশালার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য আমি কয়েকখানি গ্রাম আপনাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি।" প্রত্যুত্তরে এই কথাগুলি তাঁহার পবিত্র মুখ হইতে নিঃসৃত হইয়াছিল—"রাজার দান লইলে তাঁহার অনুগ্রহভাজন হইতে হইবে। খোদা যখন আমাকে খোরাক যোগাইতেছেন, তখন কেন আমি রাজার দান লইয়া তাঁহার অনুগ্রহ লইব?" আমি

বলিলাম—"আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমি ফকীরগণের এবং ধাৰ্ম্মিকগণের সেবা করিতে ইচ্ছা করি, কেননা, ইহাতে জগতের উপকার করা হইবে। আপনাদিগকে অনুগৃহীত করিবার উদ্দেশ্যে নয়, আমার নিজের সুখের বাসনায় এবং উত্তরোত্তর ধনবৃদ্ধির কামনায় আমি এই দান করিতে ইচ্ছুক।" মিঞা বলিলেন, "তোমার উদ্দেশ্য সাধু—যদি ইহা তুমি অন্তরের সহিত কামনা করিয়া থাক। কিন্তু অন্য পন্থাও আছে—

"কৃষকগণের নিকট হইতে তুমি কেবল অৰ্দ্ধেক রাজস্ব আদায় কর। দরিদ্র এবং শ্রমজীবীদিগের নিকট অৰ্দ্ধেকেরও কম রাজস্ব লও। ফকীরগণকে মাসহারা প্রদানের ব্যবস্থা কর। যাহারা নিরাশ্রয়, মরুভূমি যাহাদের বাসস্থল এবং যাহারা ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবান তাহাদিগকে মাসিক বৃত্তিদানের ব্যবস্থা কর। এরূপ ন্যায়পরায়ণতার সহিত বিচারকার্য্য কর যে, কেহ যেন নিজ নিজ অধিকারে বঞ্চিত না হয়। দুৰ্ব্বল প্রবলকর্ত্তৃক যাহাতে উৎপীড়িত না হয়, তাহার প্রতিবিধান কর। এরূপ করিলে দেখিবে, তুমি যে সুখের অভিলাষী তাহা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে।" পুত্র, গুজরাটের প্রজাগণের অভিযোগ এবং দুৰ্দ্দশার কথা শুনিবামাত্র মিঞার কথাগুলি আমার মনে পড়িয়া গেল এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তোমাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইলাম। তোমার মঙ্গল হউক, পুত্র।

[১৬]

সুখী পুত্র, তুমি তোমার বৃদ্ধ পিতাকে যে আম্র উপঢৌকন পাঠাইয়াছ, তাহা পাইয়া আমি যৎপরোনাস্তি তুষ্ট হইয়াছি। এই অজানিত নূতন আম্রের নামকরণ করিতে তুমি আমায় অনুরোধ করিয়াছ। নিজেই ত তুমি এ বিষয়ে খুব দক্ষ, তবে কেন বৃদ্ধ পিতার উপর এই ভার দিয়াছ? যাহা হউক, ফরমাইস্ যখন করিয়াছ, তখন তামিল করিতেই হইবে। আমি এই আম্রের নাম রাখিলাম—"সুধারস" ও "রসনা-বিলাস।"

[১৭]

প্রিয় পুত্র আজম্, সাহান্‌শাহ্ (শাহ্‌জহান্) বলিতেন, 'অলস লোকই শিকার-প্রিয় হয়।' শিকারে সময়-ক্ষেপণ করা নিষ্কর্ম্মা লোকের কাজ। সংসারের ভোগবিলাসে আসক্ত হওয়া এবং রাজধর্ম্মের প্রতি অমনোযোগী হওয়া বড়ই গর্হিত কার্য্য। কারণ ইহজগতে যে যেরূপ কাজ করিবে, পরজগতে সে তদনুযায়ী ফলভোগ করিবে। পুত্র, শাহানশাহ্ (শাহ্‌জহান) কিরূপ সুনিয়মে তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য করিতেন, বলিতেছি শুন।—তিনি প্রত্যহ রাত্রি এক প্রহর থাকিতে প্রফুল্লচিত্তে শয্যাত্যাগ করিতেন এবং ঘসলখানায় গিয়া যথারীতি প্রাতঃকৃত্য

সমাপন করিয়া প্রাত্যহিক কোরাণপাঠে মনোনিবেশ করিতেন। তৎপরে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে মোল্লাদিগের নমাজের চীৎকার শেষ হইলে পর তিনি প্রাতঃকালীন উপাসনা করিতেন। উপাসনা শেষ হইলে 'দর্শনী-ঝরকা'য়[১] গিয়া উপবেশন করিতেন; তথায় সমবেত প্রজাবৃন্দ তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তৃপ্ত হইত। বেলা এক প্রহরের সময় তিনি দেওয়ানী-আমে উপস্থিত হইতেন। তথায় আমীর-ওমরাহ্ ও পদস্থ কর্ম্মচারিগণ নতজানু হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিত। তৎপরে রাজকার্য্য আরম্ভ হইত। উজিরগণ এবং ধনাধ্যক্ষগণ যে যাহার কাগজ পেশ করিত। রাজভৃত্যগণ, সহর-কোতোয়ালগণ, এবং জেলার শাসনভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিগণ বিশ্বস্ততা এবং কার্য্যকুশলতা দেখাইয়া থাকিলে তাহা সম্রাটকে জানান হইত। তিনি ইহাদের যার যা' অভিলাষ পূর্ণ করিতেন। দেওয়ানী-আমের কার্য্য শেষ হইলে সম্রাট রাজকীয় অশ্ব এবং হস্তী যথারীতি পরিদর্শন করিতেন। তৎপরে বেলা দেড়প্রহরের সময় তিনি দেওয়ানী-আমে গিয়া দর্শন দিতেন। তখন খাস মুন্সীগণ নব-নিযুক্ত কর্ম্মচারিগণের কার্য্যবিবরণ তাঁহার সমীপে উপস্থাপিত করিত; সম্রাট

---

১ মোগলবাদশাহগণ যেখানে বসিয়া প্রজাদিগকে দর্শন দিতেন সেস্থান অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। দিল্লী-দুর্গের অভ্যন্তরে যমুনার উপকূলবর্ত্তী প্রস্তরখচিত এই বারান্দা এখনও দর্শকের নয়নগোচর হয়।

তাহাদের সম্বন্ধে শেষ হুকুম প্রচার করিতেন। অতঃপর মুন্সীগণ প্রত্যেক প্রদেশে যে যে আবশ্যক ঘটনা ঘটিতেছে তাহার বিবরণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবাদ সম্রাটের গোচর করিত। তিনি সে সকলের মীমাংসা করিয়া শেষ হুকুম প্রদান করিতেন। এই সকল কার্য্যে বেলা দ্বিপ্রহর অতিবাহিত হইত। তৎপরে তিনি মধ্যাহ্নভোজন করিতেন। তাঁহার ভোজ্য সামগ্রী খাস লোক দ্বারা বিশেষ সাবধানে প্রস্তুত হইত। তিনি শরীর ধারণের উপযোগী, রাজকার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য বলাধানের উপযোগী এবং স্বাস্থ্যকর আহার্য্য গ্রহণ করিতেন। তৎপরে আশ্রিত ব্যক্তিগণের এবং যাহাদিগকে তিনি প্রত্যহ খোরাক যোগাইতেন, তাহাদের আহারের বিষয় তদন্ত করিতেন। এই সকল লোকের অধিকাংশই ধার্ম্মিক, ভগবদ্ভক্ত এবং শাস্ত্রজ্ঞ ছিল। নিঃস্ব, দরিদ্র, অনাথ, আতুর এবং দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকও বিস্তর ছিল। তিনি ইহাদের অনেককেই চিনিতেন। আহারের ব্যাপার শেষ হইলে তিনি বিশ্রাম লাভার্থ খাস কামরায় প্রবেশ করিতেন। বেলা তিন প্রহরের সময় বিশ্রামকক্ষ হইতে বাহির হইয়া হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া তিনি কোরাণপাঠে রত হইতেন। কোরাণপাঠের পর দ্বিপ্রহরের নমাজ শেষ করিয়া তিনি আসাদ বুরুজে আসিয়া উপবেশন করিতেন। এখানে প্রধান প্রধান উজীরগণ

উপস্থিত থাকিত। তাহারা রাজস্ব এবং রাজনীতি-সংক্রান্ত কার্য্য সম্রাট-সমীপে উপস্থাপিত করিত এবং সম্রাটের দস্তখতের জন্য আর্জি সকল পেশ করিত। এখানকার কার্য্য শেষ করিয়া তিনি পুনরায় দেওয়ানী-আমে হাজির হইতেন। এই সময় মুন্সীগণ, যে সকল লোক উচ্চপদে নূতন বাহাল হইয়াছে এবং যাহারা রাজকীয় জায়গীর প্রার্থনা করে, তাহাদের কাগজপত্র দাখিল করিত। সম্রাট খুব সতর্কতার সহিত এই সকল কাগজ দেখিতেন এবং উমেদারগণের বংশমর্য্যাদা ও ব্যক্তিগত গুণপনা ভালরূপ তদন্ত করিয়া ইহাদের যোগ্যতা-অনুযায়ী পদ বা জায়গীর দিতেন। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে দেওয়ানী-আম হইতে বাহির হইয়া তিনি সান্ধ্য-উপাসনা শেষ করিতেন; তারপর নিজের খাস কামরায় গিয়া বসিতেন। এই সময় এখানে বিদ্বজ্জনের সম্মিলনী হইত। সুনিপুণ ঐতিহাসিকগণ, সুললিতভাষী কথকগণ, অভিজ্ঞ ভ্রমণকারিগণ, এবং সুকণ্ঠ গায়কগণ এখানে সমবেত হইত। স্ত্রীলোকেরা পর্দ্দার আড়ালে বসিতেন এবং পুরুষেরা সম্মুখে বসিতেন। সম্রাটের ইচ্ছা এবং আদেশ-অনুযায়ী ইহারা তখন প্রাচীন রাজগণের ইতিহাস, মহানুভব ব্যক্তিগণের চরিতকথা এবং দেশ-বিদেশের পুরাতত্ত্ব ও ভ্রমণকাহিনী বিবৃত করিত। এইরূপে মধ্য-রাত্রি পর্য্যন্ত তিনি সময় যাপন করিতেন। সংক্ষেপে

বলিতে গেলে, শাহান্‌শাহ্ দিবাভাগ এবং রাত্রিকাল বেশ সুনিয়ন্ত্রিতভাবে অতিবাহিত করিতেন। এইরূপে সময়ের সদ্ব্যবহার দ্বারা তিনি রাজ্যের প্রতি, প্রজাবর্গের প্রতি এবং নিজের প্রতি সুবিচার করিতেন। আমার পুত্রের প্রতি আমার যে স্নেহ তাহা আন্তরিক, এতটুকুও বাহ্যিক নহে। সেই হেতু আমি আমার প্রিয় পুত্রকে যাহা ভাল এবং মূল্যবান, তাহা লিখিয়া জানাইলাম। লিখিতে বসিয়া এখন আমি যতদূর স্মরণ করিতে পারিলাম— লিখিলাম। আমাকে ক্ষমা করিও, পুত্র।

[১৮]

ভাগ্যবান্ পুত্র মুহম্মদ আজম্, জাহেদ্‌বাণুর মত বৃদ্ধা রমণী আর কতকাল দুর্দ্দশা ভোগ করিবে? সে তোমায় লালনপালন করিয়াছে—স্তন্য দানে তোমায় পুষ্ট করিয়াছে। তোমার এবং আমার উভয়েরই উপর তার একটা দাবী আছে জানিও। তাহার পৌত্রগণ নিজ নিজ অপরাধের জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছে। এখন তাহার ন্যায্য অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা তোমার কর্ত্তব্য নয়। তোমার অবশ্যই স্মরণ আছে, জাহেদ্‌বাণুর পুত্র মীরবহ্ একদিন কিরূপে তোমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিল? ফতেজঙ্গ খাঁর ক্ষিপ্ত হস্তী যেদিন তোমার উপর চড়াও হইয়াছিল, সেইদিন মীরবহ্ বীর রুস্তমের মত সাহস দেখাইয়া হাতীটাকে

নিরস্ত করিল। আমি তাহাকে সম্মানের পরিচ্ছদ পুরস্কার দিতে গেলাম, কিন্তু সে সবিনয়ে বলিল, "এই গৃহেই আমার জন্ম—আমি পর নহি। সুতরাং নিজের ভাইয়ের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়া তাহার জন্য মজুরী লইব কেন?" খোদার দোহাই পুত্র, এই রমণীর প্রতি বিদ্বেষভাব পরিত্যাগ কর। তুমি ছাড়া এই বৃদ্ধার এখন এমন আর কেহ নাই, যে তাহার দুঃখ দূর করিবে। পরিবারস্থ প্রাচীন-প্রাচীনাদের সহিত কখনও অসদ্ব্যবহার করিবে না, সর্ব্বদা তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিবে। কারণ, জানিও পুত্র, যাহারা তোমার দ্বারা উপকৃত হইবে, তাহারা কখনও তোমার বিরুদ্ধাচরণ করিবে না।

[১৯]

সুখী পুত্র আজম্, শুনিলাম তুমি তালিনদীতে মাসাবধি-কাল হাঁস শিকার করিয়া বেড়াইয়াছ। শিকার জিনিষটা খুব আমোদজনক সন্দেহ নাই; আর ইহাতে রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্যের ব্যবস্থাও হয়। কিন্তু রাজকার্য্যের অবসানে অবসরকাল এই শিকারে অপব্যয়িত না করিয়া রাজোচিত কার্য্যে নিয়োজিত করা আবশ্যক। কারণ রাজোচিত কার্য্যই মুখ্য এবং অবশ্যকর্ত্তব্য জানিও। দেশ-বিদেশের ইতিহাস শ্রবণ, বিভিন্ন প্রদেশের বিবিধ তথ্যসংগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য রাজার পক্ষে যারপরনাই প্রয়োজনীয় এবং

অতীব লাভজনক। এক প্রদেশের শাসন-কার্য্য সুনিয়ন্ত্রিত হইয়াছে বলিয়া যদি তোমার মনে হয়, তবে খাঁ জাহান, আকেল খাঁ, সুজাত খাঁ, মহম্মদ বেগ প্রভৃতি অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণের কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ না কেন? শিকার করিতে পাইলে তুমি আনন্দ পাও, আমি কিন্তু বিদ্রোহদমন এবং দুর্গ অধিকার প্রভৃতি কার্য্যে অধিক আনন্দ পাই। হায় পুত্র, ইহজীবনে তোমার কি গতি হইবে এবং পরজীবনেই বা কি হইবে? পরকে উপদেশ দেওয়ার লোক বিস্তর, কিন্তু নিজকে উপদেশ দেয় এমন লোক কোথায়? জীবন দ্রুত চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু আমরা কোনও কাজ করিতে পারিলাম না। মৃত্যুর পর খোদার নিকট আমরা কি জবাব দিব, পুত্র? হে ন্যায়পরায়ণ খোদা, আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও।

[২০]

সুখী পুত্র, ভগবান তোমাকে সতত রক্ষা করুন। শুনিতেছি, তোমার প্রাসাদরক্ষকের পুত্র নক্করখানায় বসিয়া জুয়া খেলিয়া থাকে। হায় হায়, কি আপ্‌শোষ! তুমিই ত এই সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী। তবে কেন তুমি রাজকার্য্যে এত উদাসীন? তোমার চরগণ কেন তোমাকে সঠিক খবর দেয় না? নিশ্চয় তাহারা তাহাকে বাঁচাইবার জন্য এই বিষয় গোপন করিতেছে;

কারণ সে তাহাদের বন্ধু। তুমি এই দণ্ডে নূতন চর নিযুক্ত কর এবং এইরূপ কার্য্য পুনরায় যাহাতে না হয়, সেজন্য তাহাদিগকে বিশেষরূপ সাবধান করিয়া দাও।

[২১]

প্রিয় পুত্র আজম্, গুজরাট প্রদেশের দুহাদনগর আমার—এই মহাপাতকীর জন্মস্থান। পুত্র, এই নগরের অধিবাসিগণের প্রতি তুমি বিশেষ অনুগ্রহদৃষ্টি রাখিবে। পীরমক্কাকে তুমি চেন; সে অনেক বৎসর ধরিয়া এই নগরের শাসনকর্ত্তা ছিল। তাহাকে তুমি তাহার নিজপদে প্রতিষ্ঠিত রাখিবে। স্বার্থপর নিন্দুকের দল যা' ইচ্ছা বলুক, অন্ততঃ পীরমক্কার খাতিরে ইহাদের কথা কানে তুমিও না। এই সকল স্বার্থপর লোক যেমন কপট, তেমনই ভণ্ড। খোদা ইহাদের ভণ্ডামির ব্যাধি দিন দিন বৃদ্ধিই করিয়া দিতেছেন। পুত্র, রাজার সাধারণতঃ দু'টি চক্ষু থাকে; একটি দুর্ব্বল এবং দুর্দ্দশাগ্রস্তকে দয়া করিবার জন্য, ইহা সাধারণ চক্ষু। এ ছাড়া যাহারা রাজার প্রিয়পাত্র, তাহাদিগকে অনুগৃহীত করিবার জন্য আর একটি চক্ষু থাকে, ইহা রাজার বিশেষ চক্ষু।

[২২]

সৌভাগ্যবান্ পুত্র, তোমার সৎ-অভিপ্রায় সত্ত্বেও তুমি তোমার অত্যাচারী কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপের প্রতি এ প্রকার উদাসীন কেন ? কেন তুমি তাহাদিগকে রীতিমত সাজা দিতেছ না ? গুজরাটের হাজিপুর, মিঞাপুর জেলায় এবং আরও অনেক স্থানে প্রত্যহ দাঙ্গা-হাঙ্গামা এবং অত্যাচার ঘটিতেছে। অসভ্য কোলিগণ মীরগঞ্জসহর প্রায়ই লুঠ করিতেছে ; অথচ এই স্থান রাজকীয় সৈন্যাবাসের অতি নিকটবর্ত্তী। অসভ্য কোলীগণ আসিয়া সহরবাসিগণকে বাঁধিয়া লইয়া যায়, পথিকগণকে ধরিয়া লইয়া যায়। আমন আল্লাবেগ্‌কে তুমি নাভার প্রধান কোতোয়ালরূপে নিযুক্ত করিয়াছ। কিন্তু এই লোকটা তার নিজের যত সব বদ্‌মাইস কুটুম্বকে ধরিয়া গ্রাম্য 'পেটেল' নিযুক্ত করিয়াছে। লোকের আর 'টু' শব্দটি করিবার যো নাই। কারণ কে সাহস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবে ? হায় পুত্র, সময় ঠিক ঘূর্ণ্যমান তলোয়ারের মত দ্রুত চলিয়া যাইতেছে ; আর সেই সঙ্গে প্রজাগণের অভিশাপজনিত ভয় অন্তরে বদ্ধমূল হইতেছে। পুত্র, কোতোয়ালের পদ একজন গুজরাটীকে দেওয়া উচিত। হয় মফদর খাঁ ইসানিকে, না হয় বাহ্‌লোল সেরবাণীর পুত্রগণের কাহাকেও এই পদ

দাও। আমি স্পষ্ট বলিতেছি, পুত্র, এই সকল বদ্‌মাইস লোকের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন এবং তাহাদের অত্যাচারের প্রশ্রয় দিবার জন্য খোদার নিকট আমাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইবে। তুমি এই প্রদেশে দক্ষ এবং বিশ্বস্ত চরগণকে প্রেরণ কর এবং তাহাদের নিকট খবর পাইয়া তুমি কিরূপ হুকুমজারি করিতেছ, তাহার প্রাত্যহিক বিবরণ আমার নিকট পাঠাইতে থাক। খোদার নিকট বিচারের দিন যখন আমার পাপের হিসাব পেশ হইবে, তখন তিনি তাহা দেখিয়া অন্য সকল পাপীর হিসাব ছিঁড়িয়া ফেলিবেন; কারণ আমিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পাপী। অন্যের পাপ আমার পাপের তুলনায় অতি সামান্য।

[২৩]

প্রিয় পুত্র আজম্, সুজাত খাঁ মুহম্মদ বেগের অস্থিপঞ্জর ত এখনও পচিয়া গলিয়া যায় নাই—সে ত এই সেদিন মাত্র ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। তাহার যে সকল দাবী-দাওয়া আছে, সে সব তুচ্ছ করা উচিত নহে। তাহার উত্তরাধিকারিগণকে কেন তুমি পদচ্যুত করিয়াছ? ভগবানই জানেন, তাহাদের অপরাধ সত্য কি মিথ্যা। পুত্র, একজন মুসলমানকে একজন হিন্দুর খাতিরে পদচ্যুত করা বড়ই অবিবেচনার কার্য্য।

[২৪]

ভাগ্যবান্ পুত্র, আমি তোমাকে বিচক্ষণ কার্য্যকুশল এবং ধীরবুদ্ধিসম্পন্ন বলিয়া জানি। জগদীশ্বর তোমার পবিত্র মুখখানিকে অসৎ দৃষ্টি হইতে রক্ষা করুন। বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, পুত্র, যে তুমি মুহম্মদ বেগ খাঁকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া সের আন্‌জাদ খাঁকে সুরাটের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়াছ। মানুষের যোগ্যতা এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা কখনও গোপন থাকে না। বাহ্যিক অবয়ব দেখিয়া মানুষের অন্তরের ভাব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এই সুরাটেই মহানুভব কুতবউদ্দীন একদিন ফৌজদারের কাজ করিয়াছিলেন। সৈয়দ কমাল এবং সৈয়দ মুরাদকে যদি তুমি এই পদে অভিষিক্ত করিতে চাও আমার তাহাতে আপত্তি নাই। কারণ ইহারা এই প্রদেশে কিছু সুনাম অর্জ্জন করিয়াছে। যাহা হউক পুত্র, সুরাট এবং তৎসন্নিহিত কয়েকটি স্থান তোমাকে জায়গীর-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে, তুমি যাহাকে যোগ্য মনে করিবে তাহাকেই ফৌজদার নিযুক্ত করিতে পার; কিন্তু সে যেন ঐ পদের উপযুক্ত হয়। আমনআল্লা বেগ এবং বাহাদুর বেগ যদি তোমার কাছছাড়া হইতে চায়, তবে তাহাদিগকেই ঐ পদে নিযুক্ত কর। রাজ্য-শাসন-কার্য্যে, বিশেষতঃ রাজনীতি এবং অর্থনীতি-ক্ষেত্রে

সাধুতা এবং যোগ্যতাই প্রধান অবলম্বন। অযোগ্য ও স্বার্থপর ব্যক্তি শত সহস্র পাইবে, কিন্তু যোগ্য ও সৎলোক কয়টি আছে? শাহান্‌শাহ্‌ আকবরের প্রভুভক্ত এবং বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী অনেক ছিল। তিনি তাহাদের উপর যুদ্ধভার এবং অন্যান্য গুরুতর কার্য্যভার অর্পণ করিয়া সুফল লাভ করিতেন। শাহান্‌শাহ্‌ শাহ্‌জহানের সময়েও বিশ্বাসী ভৃত্য, সুযোগ্য কর্ম্মচারী ও সাহসী যোদ্ধার অভাব ছিল না। তা' সত্ত্বেও শাহান্‌শাহ্‌ সমুদয় কার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং সকল দিকে তাঁহার সতর্ক দৃষ্টি ছিল। শাহান্‌শাহ্‌ মুরাদ বক্‌শ্‌কে যখন বল্‌খ বিজয়ে প্রেরণ করেন, তখন একজন সামরিক মুন্সীর আবশ্যকতা হইয়াছিল। আমার মনে পড়ে, কুড়ি জন লোক এই পদটির জন্য উমেদার হইয়াছিল। আমি অনেকদিন হইতে ভাল লোক খুঁজিতেছি—বাঙ্গালাদেশের জন্য একজন উজির চাই, একজনও পাইতেছি না। হায় হায়, কাজের লোক কি দুষ্প্রাপ্য!

[২৫]

প্রিয় পুত্র আজম্‌, তুমি আমার শেষ হুকুমের অপেক্ষা না করিয়া যে লোকটাকে প্রধান-রক্ষকের পদে বাহাল করিয়াছ, শুনিলাম সে লোকটা বেশ বুদ্ধিমান; কিন্তু

এখানে আমার কাছে যে আছে সে একটা জায়গীর পাইয়াও নিজ অবস্থায় অসন্তুষ্ট। লোকটা তত খাঁটি নয়। ভৃত্যের প্রধান গুণ সাধুতা। দিলাবার খাঁর পুত্র আসাদউদ্দীন এখন তোমার নিকটেই আছে। সে কি বুদ্ধিমান? লোকটা সৎ কি না লিখিও। তা যদি হয়, তবে তাহাকে আমি নিজের কাছে আনিয়া এই পদে বাহাল করিব। পুত্র, আমার হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়াছে, জ্ঞানবুদ্ধি লোপ পাইতে বসিয়াছে, লালসা বাড়িয়াই চলিয়াছে। আমি সৎলোক পাইবার কত চেষ্টাই করিতেছি, কিন্তু পাইতেছি না। আমার মনে হয় 'সৎলোক' বলিয়া কোন জিনিষ সংসারে নাই, এটা কেবল কথার কথা মাত্র—যেমন 'উন্‌কা' বলিয়া কোন পাখী সত্যসত্যই কেহ কখনও দেখে নাই, কেবল নামটা চলিয়া আসিতেছে মাত্র। 'সৎলোক' কথাটি ঠিক এই 'উন্‌কার' মতই মনে হয়। একজন দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "স্বার্থপরতা রোগের ঔষধ কি?" তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, "স্বার্থপরতা গুণ মানুষের আজন্মলব্ধ। ভৃত্যের এই গুণ থাকিলে মনিবকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হয়। বিচক্ষণ মনিবের উচিত সতত লক্ষ্য রাখা যাহাতে ভৃত্যের সাধুতা গুণ অভাবের পঙ্কিল সলিলে নষ্ট না হইয়া যায়।"

[২৬]

ভাগ্যবান্ পুত্র, সওদাগর মুহম্মদ আনোয়ারকে আসলাস্থ সমুদ্র-বন্দরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করিয়াছিলে। কিন্তু দেখিতেছি তাহার কোনই যোগ্যতা নাই। এই ব্যাপার হইতে বুঝা যে তোমার কার্য্যকুশলতা, তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি এবং গভীর বিবেচনাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তুমি একজন তস্করকে চৌকিদারের পদে নিযুক্ত করিয়াছ। এই প্রকার নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ ভবিষ্যতে আর যাহাতে তুমি না কর, সে বিষয়ে সাবধান হইবে।

[২৭]

সুখী পুত্র আজম্, মান্দেশ্বর তোমাকে জায়গীর-স্বরূপ দেওয়া হইয়াছে। ইহা মালবদেশের মধ্যে একটি প্রধান জেলা। পূর্ব্বে এস্থানে সরবুলন্দ খাঁ, হাসান আলি খাঁ-প্রমুখ দক্ষ কর্ম্মচারিগণ শাসনকর্ত্তার কাজ করিয়াছেন। পুত্র, এইস্থানে একজন অতি বিচক্ষণ, নির্ভীক এবং সৎপ্রকৃতির লোককে তোমার প্রেরণ করা কর্ত্তব্য। একদিন শাহান্শার (শাহ্‌জহান) দরবারে কথা উঠিল— সায়েদআল্লা খাঁর ধন, সমৃদ্ধি, ঐশ্বর্য্য এবং প্রাসাদের বিপুলতা ও শোভাসৌন্দর্য্য সকলই তাহার সুযোগ্য কর্ম্মচারী আবদুন নবীর কার্য্যনৈপুণ্যের ফল। খাঁ স্বয়ং

কেবল বিষয়কার্য্য লইয়া ব্যস্ত থাকেন। একদিন কথা-প্রসঙ্গে শাহান্‌শাহ্ (শাহ্‌জহান) তাহাকে বলিলেন, "খাঁ, আমি শুনিয়াছি, তোমার কাছে পরশপাথর আছে। আমাকে কি সেটা তুমি উপহার দিবে?" খাঁ উত্তর করিলেন, "খোদাবন্দ্, পরশপাথর আমার একটি আছে সত্য, কিন্তু সেটি জিনিষ নয়—সে একটি মানুষ। আবদুন্ নবীই আমার পরশপাথর। তাহার গুণেই আমার সব জিনিষ সোণা হইয়া যায়।" শাহান্‌শাহ্ জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া প্রশান্তভাবে কহিলেন, "এজন্য আমি তোমাকে সাধুবাদ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এই লোককে তুমি চিরদিনের জন্যই গ্রহণ কর। বুদ্ধিমান, সৎ এবং ধর্ম্মভীরু লোক জগতে বিরল। মানুষ ত জগতে বিস্তর রহিয়াছে, কিন্তু মানুষের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গুণ 'সাধুতা' সেইটিই দুর্লভ।" এই কথার পর খাঁ নতজানু হইয়া শাহান্‌শাকে সেলাম করিলেন।

[২৮]

প্রিয়তম পুত্র আজম্, তরুণবয়স্ক পুত্র তাহার বৃদ্ধ পিতাকে মোটেই ভালবাসে না। কিন্তু বৃদ্ধ পিতার সে পরম স্নেহের ধন। এস আমার নয়নের মণি, শীঘ্র এস। তোমার সন্তাপিত বৃদ্ধ পিতার হৃদয় শীতল কর।

[২৯]

সুখী পুত্র, সায়েদআল্লা খাঁ একদিন শাহান্শার (শাহ্জহানের) দরবারে উপস্থিত হইলে, শাহান্শাহ্ তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। খাঁ উত্তর দিলেন, "আমি একখানা কেতাব পড়িতেছিলাম। খোদাবন্দ্কে দেখাইবার জন্য আমি উহার কয়েকস্থল নকল করিয়া আনিয়াছি। এই দেখুন, ইহাতে এই কয়টি উপদেশ আছে। —"রাজার ন্যায়বিচারে সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়। বীরত্ব এবং দান ইহার সমবায়ে সাম্রাজ্য উন্নত এবং সমৃদ্ধিশালী হয়। সর্ব্বদা জ্ঞানী এবং বিদ্বান লোকের সহবাস করিবে। নির্ব্বোধের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। বিবেক-বুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া কার্য্য করা এবং বিপদে অবিচলিত থাকা জ্ঞানবানের কর্ত্তব্য। সাংসারিক বিধি-ব্যবস্থায় আনাড়ীর মত কার্য্য করিবে না, নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার উপর বিশ্বাস রাখিবে। পারিবারিক সুখ-সম্পদের জন্য ভগবানকে সতত ধন্যবাদ দিবে। অনাথা বালকবালিকাকে দয়া করিবে। যদি কখনও অভাবগ্রস্ত হইতে না চাও, তাহা হইলে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির মনোবাঞ্ছা সর্ব্বদা পূর্ণ করিবে। রাজকার্য্য সুপরিচালনায় যোগ্য-মন্ত্রিগণের মন্ত্রণা প্রয়োজন এবং জয়লাভ ও সাফল্য তাপসগণের আশীর্ব্বাদসাপেক্ষ। যদি স্বয়ং রোগমুক্ত

হইতে চাও, তবে রোগাতুরকে নিরাময় করিবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাও। যদি পরমেশ্বরের নিকট স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা পাইতে চাও, তাহা হইলে প্রথমে অপরাধিগণকে মুক্তি দান কর।" শাহান্‌শাহ্ সায়েদআল্লা খাঁর কথায় পরম পরিতুষ্ট হইয়া তাহার শিরশ্চুম্বন করিলেন এবং তাহাকে স্বুবর্ণখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ উপহার দিলেন। পুত্র, আমার মনে হইল, এই অমোঘ উপদেশগুলি আমার একার সঞ্চয় করিয়া রাখা কর্ত্তব্য নয়। সুতরাং আমি আমার প্রিয় পুত্রকেও তাহা বিদিত করিলাম। জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তুমি যেন এই উপদেশগুলি মানিয়া চলিতে পার।"

[৩০]

প্রিয় পুত্র মুহম্মদ আজম্, চরমুখে তুমি অবশ্যই শুনিয়া থাকিবে যে, ঘাট নামক গিরিপ্রদেশ আক্রমণ করিতে গিয়া কি বিপদেই পড়িতে হইয়াছিল। মুসলমান সেনাগণের দুর্দ্দশা ও কষ্টের অবধি ছিল না। ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, এক্ষণে এই দুরূহ কার্য্য শেষ হইয়াছে এবং কষ্টের ক্ষতিপূরণস্বরূপ আমরা অবশেষে বিজয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। সংসারে দুঃখকষ্ট মানবের পাপকর্ম্মের প্রতিফল-স্বরূপ হইলেও রাজা বা শাসনকর্ত্তার কার্য্যকলাপের উপর প্রজাগণের সুখদুঃখ অনেক পরিমাণে

নির্ভর করে। পুত্র, এই নিরীহ বৃদ্ধকে অকর্ম্মণ্য শাসনকর্ত্তৃগণের কুশাসনের ফল এক্ষণে ভোগ করিতে হইতেছে। পুত্র, কঙ্কন প্রদেশের সাতারা দুর্গের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহার নাম আমি আজমতারা রাখিলাম। এই দুর্গ আমি তোমাকেই প্রদান করিলাম। তুমি হুকুম দাও যে বিজয়-বার্ত্তা তোমারই নামে ঘোষিত হউক। ছেলেবেলার কথা তোমার মনে পড়ে কি? নাগারার আওয়াজ শুনিলেই তুমি উৎফুল্ল হইয়া বলিতে—"আবাজী, ধুন্—ধুন্।" দাক্ষিণাত্যের বরনালা দুর্গের নাম নওলতারা রাখিয়াছি। তোমার ক্রীতদাসীগণের নিকট এই অভিযানের কথা শ্রবণ করিও।

[৩১]

ভাগ্যবান্ পুত্র, তোমার দুধ-ভাই মীরবহুর দুর্বিনীত আচরণের কথা তোমার পত্র হইতে সবিশেষ জানিতে পারিলাম। পুত্র, একটি সাধুবাক্য তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিই—"ভগবানের দান তোমার প্রতি অহরহ মিষ্টভাবে বর্ষিত হইতেছে। তুমি যদি তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া কাজ না কর, অর্থাৎ অনর্থক অশান্তির সৃষ্টি কর, তাহা হইলে দণ্ড পাইবে।" মীরবহুকে দমন করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলে, তাই তাহাকে শাসন করিয়াছ; কারণ সে তাহার বৃদ্ধা মাতা—তোমার দুধ-মা—জাহেদ্‌বাণুর

যৎসামান্য অধিকার লইয়া অযথা আধিপত্য দেখাইতে চায়। সাদীর এই উপদেশ-বাক্যগুলি অবশ্যই তাহার জানা নাই—"যে রাজার অধীনে তুমি কর্ম্ম কর, তাঁহাকে উপকৃত করিয়াছ বলিয়া কখনও মনে করিও না ; কারণ, স্মরণ রাখিও যে, তুমি স্বয়ং তাঁহার নিকট উপকৃত, যেহেতু তিনি তোমাকে কর্ম্ম দিয়াছেন।" যাহা হউক পুত্র, জগদীশ্বর তোমাকে জ্ঞান-বুদ্ধি এবং সদ্‌গুণাবলী প্রদান করিয়াছেন। আমার উপদেশ মত কাজ করিলে ভাল হয়। তাহাকে তুমি এবারের মত ক্ষমা কর। যেহেতু পাপিগণ ক্ষমার যোগ্য।

[৩২]

প্রিয় পুত্র আজম্, একদিন শাহান্‌শাহ্ (শাহ্‌জহান) দারা-শিকোকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন, "পুত্র, রাজভৃত্যগণকে সন্দেহের চক্ষে দেখিও না, কদাচ তাহাদের সহিত অসদ্ব্যবহার করিও না। তোমার যতটুকু সাধ্য তাহাদের উপকার কর। তাহাদের বিরুদ্ধে স্বার্থপর লোকগণের মিথ্যা অভিযোগে কর্ণপাত করিও না। আমার এই উপদেশ একদিন তোমার পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী হইবে জানিও।" পুত্র, আমি সতত তোমার মঙ্গলকামী। সেইজন্য তোমাকে ইহা লিখিলাম—

যদিও সকল কথা লেখা উচিত নয়। যোগ্য-ব্যক্তির সহিত কপটাচরণ করা আর কাজ পণ্ড করা একই কথা।

[৩৩]

সুখী পুত্র আজম্, তোমার মুন্সী কাময়াব খাঁ আমাকে পত্র লিখিয়াছে। তোমার একজন কর্ম্মচারী গর্হিত আচরণ করায় তুমি তাহাকে দণ্ড দিয়াছ, সেকথা সে জানাইয়াছে। পুত্র, মন্দ অভিপ্রায়ে তরবারি বাহির করিলে সে তরবারি নিজের ঘাড়েই পড়িয়া থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য তুমি যাহা করিয়া ফেলিয়াছ, তাহাতে আর হাত নাই। কিন্তু লোকটার প্রতি এত তাড়াতাড়ি দণ্ডের ব্যবস্থা না করিলেই বোধ হয় ভাল হইত। অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া খুবই উচিত, খুবই সঙ্গত। কিন্তু যে জন্যই হউক, কাহারও প্রাণে বেদনা দিলে ভগবানের অপ্রিয় কার্য্য করা হয়। এই জন্যই বলে, "অপরাধীকে ক্ষমা করায় আনন্দ আছে, কিন্তু শাস্তি দেওয়ায় আনন্দ নাই।"

[৩৪]

সৌভাগ্যবান্ পুত্র, একদিন শক্র ভ্রাতা দারা-শিকোর খাস মুন্সী পাহাড় আমল শাহান্শার (শাহ্জহানের) নিকট এক হিসাবের ফর্দ্দ দাখিল করিয়া বলিল, "এই ফর্দ্দ অনুযায়ী দশ লাখ টাকা আমাদের (দারা-শিকো এবং পাহাড় আমল) পাওনা হইতেছে। অতএব রাজকোষ হইতে এই টাকা আমাদিগকে প্রদান করিবার হুকুম হউক।" শাহান্শাহ্ তখন ফর্দ্দখানি উজির সায়েদআল্লা খাঁর হাতে দিয়া বলিলেন, "খরচগুলি তুমি একবার ভাল করিয়া পরীক্ষা কর, এবং এ সম্বন্ধে কি করা উচিত বল।" খাঁ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন, "হুজুর, এত টাকা এখন সরকারী তহবিল হইতে দেওয়া যাইতে পারে না।" দরকার শেষ হইবার পর উদ্ধত অসহিষ্ণু দারা সায়েদআল্লা খাঁকে বিস্তর তিরস্কার বাক্য শুনাইয়া দিল। এই সংবাদ তৎক্ষণাৎ শাহান্শার কর্ণগোচর হইলে তিনি দারাকে এই কথাগুলি লিখিয়া পাঠাইলেন।—"ধার্ম্মিক এবং সৎলোকের সহিত যে শক্রতাচরণ করে, সে নিজের অমঙ্গল নিজেই ডাকিয়া আনে। ন্যায়-অন্যায় বিচার করিতে পারা রাজপুত্রের একটি বিশেষ গুণ। পাহাড় আমল তোমার মুন্সী, সে তোমারই লাভের দিকটি

দেখিবে। কিন্তু সায়েদআল্লা খাঁ আমার কর্ম্মচারী। তাহার কর্ত্তব্য আমার সম্পত্তি রক্ষা করা। তোমার বাকী ফর্দ্দ তোমার মূল হিসাবের সহিত মিলাইয়া লওয়া হইলেও, তোমার নিজের উচিত ছিল সায়েদআল্লা খাঁকে জিজ্ঞাসা করা, সে এখন এত টাকা দিতে পারিবে কিনা। তাহা না করিয়া অকারণে একজন রাজকর্ম্মচারীকে, বিশেষতঃ সায়েদআল্লা খাঁর মত লোককে মন্দবাক্য বলা তোমার পক্ষে বড়ই গর্হিত কার্য্য হইয়াছে। জানিও এরূপ লোককে হাতে রাখা খুবই ভাল। বিচক্ষণ এবং বুদ্ধিমান কর্ম্মচারী ধনাগমের এক প্রকৃষ্ট উপায়। সাধু-ভৃত্যের গুণেই মনিবের সুনাম বর্দ্ধিত হয়।" সেই দিন সন্ধ্যাকালে সায়েদআল্লা খাঁকে ডাকিয়া শাহান্‌শাহ্‌ এক বহুমূল্য পরিচ্ছদ এবং ৩০০০ হাজার দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) বক্‌শিস্‌ দিলেন।

[৩৫]

প্রিয় পুত্র আজম্‌, গুজরাট প্রদেশ—কাবুল, দাক্ষিণাত্য অথবা বাঙ্গালা দেশের মত সাম্রাজ্যের একপ্রান্তে অবস্থিত নয়। সুতরাং এই প্রদেশের জন্য কর্ম্মচারী-নির্ব্বাচন একমাত্র বাদশাহ্‌ ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। সেই হেতু তোমাকে জানাইতেছি, যে-পর্য্যন্ত তথাকার শাসনপ্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত না হয়, সে

পর্য্যন্ত তুমি আমারই ব্যবস্থামত কার্য্য করিবে। দোহদ জেলার প্রধান কোতোয়াল অত্যন্ত বৃদ্ধ এবং রুগ্ন। শারীরিক অক্ষমতাপ্রযুক্ত সে তোমার নিকট হাজির হইতে পারে নাই। তাই বলিয়া যেন সে পদচ্যুত না হয়। এখন সে যাহা করিতেছে, তাহাই যেন সে করিতে পায়।

[৩৬]

ভাগ্যবান্ পুত্র, আমীর ওমরাহ্‌গণ যে সমুদয় উপঢৌকন তোমার নিকট আনিয়াছিল, সে সকল তুমি গ্রহণ না করাতে রাজকোষের প্রভূত ক্ষতি করা হইয়াছে। তোমার উদ্দেশ্য বুঝিয়া এবার 'তোমাকে ক্ষমা করিলাম, কিন্তু ভবিষ্যতে এরূপ যেন আর না হয়।

[৩৭]

প্রিয় পুত্র আজম্, তোমায় কথামত আমি মুসবি খাঁকে প্রধান খাজাঞ্চিরূপে বাহাল করিলাম। ভৃত্য কর্ত্তব্যপরায়ণ হইলেই যথেষ্ট। এই লোকের বাহ্যিক অবয়ব মন্দ নয়। তবে ইহার স্বভাব সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না। মানুষের প্রকৃতি বুঝিতে কিছু সময় লাগে। কোনও উচ্চপদে কোনও লোককে বাহাল করিতে হইলে,

তাহার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে গোপনে অনুসন্ধান করাই প্রশস্ত। কারণ এমনও দেখা গিয়াছে যে প্রথম প্রথম কোন-কোন লোক ভাল কাজ করে, পরে কিন্তু বিগ্‌ড়াইয়া যায়। চিকিৎসকেরা শারীরিক ব্যাধি আরোগ্য করিতে পারে, কিন্তু মানসিক ব্যাধি আরাম করা একমাত্র খোদারই হাত।

[৩৮]

সুখী পুত্র আজম্‌, আমার আদেশ মত কার্য্য নিষ্পন্ন করিবার উপযোগী বিচার-বুদ্ধি তোমার অবশ্যই আছে। গুজরাট প্রদেশ ভারতবর্ষের রত্নভাণ্ডারস্বরূপ। এখানকার অধিবাসিগণ অত্যন্ত কর্ম্মকুশল এবং সর্ব্ববিধ শিল্পকর্ম্মে সুনিপুণ। রাজকীয় শিল্পাগার হইতে যে জিনিষটি তুমি নমুনাস্বরূপ পাঠাইয়াছ, তাহা মূল্যবান্‌ বটে, কিন্তু তেমন সুগঠিত নয়। কেন এরূপ হইল সে-বিষয়ে অনুসন্ধান করিবে।

[৩৯]

প্রিয় পুত্র আজম্‌, কোন একজন আত্মীয়ের মুখে এই কথাগুলি শুনিয়াছিলাম; তোমার তাহা জানিয়া রাখা উচিত মনে করিয়া লিখিয়া পাঠাইলাম। এক দিন খাস দরবারে শাহান্‌শাহ্‌ (শাহ্‌জহান) আলি মর্দ্দান

খাঁ এবং সায়েদআল্লা খাঁকে তাহাদের কার্য্য-নৈপুণ্যের জন্য বিশেষরূপে সম্মানিত করিলেন; তৎপরে তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন, "রাজ্যের সুপরিচালন এবং সুবন্দোবস্ত কেবলমাত্র বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করে। খোদা না করুন যদি কোনও অযোগ্য লোক কখনও বাদশাহী-পদ পায় এবং তাহার উজির প্রভৃতিও যদি অবিবেচক হয়, তাহা হইলে দেশ অরাজক হইয়া উঠিবে; ফলে প্রজাগণ নিঃস্ব ও দরিদ্র হইয়া পড়িবে; সুতরাং রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া অচিরে সমুদয় রাজ্য ধ্বংসের মুখে গিয়া পড়িবে। সেই কারণ বলিতেছি, তোমরা সর্ব্বদা সাধু এবং ধার্ম্মিক লোকের সহবাস কর। যথারীতি প্রাত্যহিক উপাসনা শেষ করিয়া আমার জন্যও কিছুকাল উপাসনা করিবে, যাহাতে এই রাজ্যটি নষ্ট না হয় এবং প্রজাগণ পাপকার্য্য না করে—পাপ কথা মুখে না আনে। আমার বিশ্বাস, তাহা হইলে আমার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি সিংহাসনে বসিবে, সে ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিবে। একটি কথা আমার প্রায়ই মনে হয়। সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ রাজপুত্র দারা বিলক্ষণ আড়ম্বরশালী, আত্মমর্য্যাদা-পরায়ণ এবং উন্নতমনা হইলেও তাহার এক মহৎ দোষ আছে। সে সজ্জনের শত্রু এবং অসতের বন্ধু।

বিশেষ গুণ নাই। মুরাদ বক্‌শের ত রাজোচিত সকল গুণেরই অভাব। সে পানভোজন লইয়াই সর্ব্বদা ব্যস্ত; রাতদিন সরাবে ডুবিয়া আছে। কিন্তু অমুককে (অর্থাৎ আওরংজেবকে) বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং দূরদর্শী বলিয়া আমার মনে হয়। খুব সম্ভবতঃ আমার পর সে-ই সিংহাসন লাভ করিবে।" শাহান্‌শার এই কথায় সায়েদআল্লা খাঁ বলিলেন, "দূরদর্শী লোকমাত্রই সৌভাগ্যশালী হয়।" শাহান্‌শাহ্‌ বলিলেন, "কি জানি, খোদা কাহাকে মনোনীত করিবেন—কাহার প্রতি তাঁর অনুগ্রহ-দৃষ্টি নিপতিত হইবে।"

[৪০]

ভাগ্যবান্ পুত্র, তুমি দরবেশ মীর আরবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছ, ইহা অতি উত্তম কথা। পুত্র, আর একবার তুমি তাঁহার নিকট যাও এবং আমার হইয়া তাঁহার সমীপে প্রার্থনা জানাও। যেহেতু, আমি বড়ই লজ্জিত যে, আমার মন এখনও ইহজগতের ভোগ-বিলাসেই মত্ত রহিয়াছে—পরকালের ভাবনা একবারও ভাবিতেছে না। 'ইস্‌লাম ধর্ম্ম নিরাপদ হউক, আমরা অধিকতর সুখ-সমৃদ্ধিশালী হই', খোদার নিকট যেন তিনি এই প্রার্থনাই করেন। তাঁহাকে বলিও পুত্র, আমার সারাজীবন হেলায় অতিবাহিত হইয়াছে। বাকী

যে কয়টা দিন বাঁচিব, এইরূপ অবহেলাতেই কাটিয়া যাইবে। মৃত্যুর যতই নিকটবর্ত্তী হইতেছি, মুক্তির পথ হইতে যেন ততই দূরে সরিয়া পড়িতেছি। হায়! চক্ষুষ্মান্ হইয়া যাহা করিয়াছি, একজন অন্ধও তাহা করিতে পারে না। আমি ভগবানকে হারাইয়াছি—একবারও তাঁহাকে ভাল করিয়া স্মরণ করিলাম না।

[৪১]

[সুলতান মুহম্মদ মুয়জ্জমের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ মা'জুদ্দিন বাহাদুরের প্রতি]

সাহসী পৌত্র বাহাদুর, মালেক্ গাজীকে যুদ্ধে পরাস্ত করায় আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। এজন্য তুমি আমার অশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছ জানিবে। তোমার এই বীরোচিত কার্য্যের পুরস্কারস্বরূপ তোমাকে আমি লাখীজঙ্গল প্রদেশের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া 'দশহাজারী'র পদে উন্নীত করিলাম। এই দুই পদের নিয়োগপত্র সত্বর তোমার নিকট পাঠাইতেছি এবং পুরস্কারস্বরূপ একটি মূল্যবান পরিচ্ছদ, একখানি তরবারি, একটি উৎকৃষ্ট ঘোড়া, একটি হস্তী, এবং আরও কতিপয় বহুমূল্য উপহার সেই সঙ্গে পাঠাইতেছি। পৌত্র, আশা করি তুমি নিজকার্য্যে অধিকতর সাবধান এবং সবিশেষ মনোযোগী হইবে, যেন এই প্রদেশ বিদ্রোহিগণের কবল হইতে শীঘ্র মুক্তিলাভ করে। রাজ্য-মধ্যে শান্তি-

স্থাপন এবং যুদ্ধে বিজয়লাভ রাজপুত্রগণের প্রধান কর্ত্তব্য জানিও। বিদ্রোহিগণকে যথোপযুক্ত শাস্তি-প্রদানে আমার মতামতের অপেক্ষা করিও না। একটি কথা তোমায় বলি। সাধারণ ভৃত্যের ন্যায় অতিরিক্ত খেতাবলাভের প্রত্যাশা রাখা তোমার উচিত নয়। মনে রাখিও, তুমি রাজপুত্র। রাজ্য তোমারই। আমি আর ক'দিন বল! অস্তগামী সূর্য্যের ন্যায় আমি ত জীবনের পশ্চিম সীমান্তে ঢলিয়া পড়িয়াছি। সুখী হও, পৌত্র।

[৪২]

প্রিয় পৌত্র বাহাদুর, তোমার যদি সূক্ষ্মদৃষ্টি থাকিত তাহা হইলে তোমার সংবাদবাহককে এরূপভাবে অতিরিক্ত খেতাব প্রদানের জন্য আমায় অনুরোধ করিতে না। এরূপ অযথা অনুরোধের কারণ কি, পৌত্র? আবশ্যক হয় ইহাকে বরখাস্ত করিয়া একজন ভাল লোককে এ পদে বাহাল কর; কারণ এ লোকটি নিজের কর্ত্তব্য ঠিক মত করিতেছে না বলিয়া আমার বিশ্বাস। স্বার্থপরতা-দোষ মানুষের কর্ত্তব্যবুদ্ধি নষ্ট করে এবং স্বার্থপর লোকের নিকট গুণের কোন মর্য্যাদা থাকে না।

[8৩]

[মুহম্মদ আজম্ শাহ্ বাহাদুরের জ্যেষ্ঠপুত্র মুহম্মদ বিদার বক্ত বাহাদুরের প্রতি]

প্রিয় পৌত্র, একজন চরের মুখে শুনিলাম যে, তুমি যখন ফতেপুরে অবস্থান করিতেছিলে সেই সময় কতকগুলা বদমাইস লোক দোহরা আক্রমণ করিয়াছিল। বোধ হয় তোমার অবিদিত নাই যে, এই স্থানটি জহানারা বেগমের জায়গীর সম্পত্তি এবং ইহারই আয় হইতে তাঁহার বাগানের খরচপত্র নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। বেগম সাহেবা এ সম্বন্ধে অনুযোগ করায় তুমি নাকি নিজের ত্রুটি জানাইয়া তাঁহার নিকট মার্জ্জনা চাহিয়াছ। এই অপরাধ কেন তুমি আমায় জানিতে দাও নাই এবং এই সকল চিঠিপত্র কি কারণে আমার নিকট গোপন করিয়াছ ?

[88]

ভাগ্যবান্ পৌত্র, শারীরিক ব্যাধি এবং সাংসারিক বিপত্তি—এ দু'টির হাত হইতে যদি পরিত্রাণ লাভ করিতে চাও, তাহা হইলে প্রতিদিন প্রত্যুষে নিয়মিতভাবে উপাসনা কর। প্রাতঃকালীন উপাসনা অধিকতর ফলদায়ক জানিও। সুফীগণ একবাক্যে বলিয়া থাকেন যে প্রথমতঃ 'সুরত-ই-ইখালাস্' ও 'সুরত-ই-সফায়া'

কোরাণের এই দুই পবিত্র অধ্যায় আবৃত্তি করিয়া তারপর জল পান করিলে নিঃসন্দেহ রোগমুক্ত হওয়া যায়। নিজের দেহ স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র এবং শস্য প্রভৃতির সহিত সমপরিমাণে ওজন করিয়া সেই সকল দ্রব্য দীনদুঃখীকে বিতরণ করিবার রীতি আমাদের বংশে পূর্ব্বতন সম্রাট-দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না এবং এই রীতি এ দেশীয় (ভারতবর্ষীয়) মুসলমানগণের মধ্যেও নাই। কিন্তু ইহার একটি পবিত্র উদ্দেশ্য আছে। এতদ্বারা দীনদুঃখীর প্রভূত উপকার সাধিত হয়। অতএব আমরাও এই প্রথার অনুবর্ত্তী হইব। শাহান্‌শাহ্ (শাহ্‌জহান) তাঁহার পবিত্র দেহ বৎসরে অন্ততঃ দুইবার স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র প্রভৃতির সহিত ওজন করাইতেন এবং ইহার সমুদয় দ্রব্যই দীনদুঃখীগণকে বিতরণ করা হইত। আমার নয়ন পুতলি প্রিয় পৌত্রও যদি এইরূপে নিজ দেহের ওজনে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি দরিদ্রগণকে বিতরণ করে, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস, তাহার শারীরিক এবং মানসিক যাবতীয় ব্যাধির নিশ্চয় উপশম হইবে। হে ন্যায়পরায়ণ জগদীশ্বর, মানুষের দুর্ব্বলতা, উদ্বেগ এবং অক্ষমতার কথা সম্যকরূপে বিদিত আছ এবং আধি-ব্যাধির প্রতিকারের উপায় কেবল তুমিই জান।

[৪৫]

পৌত্র, তোমার প্রধান কর্ম্মচারী সরকারী কার্য্যে এত অধিক অনুপস্থিত থাকে কেন? অতঃপর সে রাজস্ব-বিভাগে কোন উচ্চপদ পাইবে না। লোকটাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দাও, অথবা সাধারণ ভৃত্যরূপে তুমিই তাহাকে নিজের কাছে রাখ। ইহার স্বভাব ঠিক ফিরোজজঙ্গ ও নাস্‌রত জঙ্গের মত। সাবধান, তুমি যেন এই সব কর্ত্তব্যহীন লোকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিও না।

পৌত্র, সংসারে কোন জিনিষই স্থায়ী নয়। বালু-কণা যেমন প্রবহমান বাতাসের মুখে দ্রুত সঞ্চালিত হয়, মানুষেরও তেমনি সুখ-দুঃখ, দারিদ্র্য-বৈভব প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থা কখনও একভাবে থাকে না। যে অত্যাচারী সে ভাবে, নিগৃহীত ব্যক্তি তাহার অত্যাচারে কত কষ্টই-না ভোগ করিতেছে। কিন্তু মানুষের কষ্টও চিরস্থায়ী নয়; কালপ্রভাবে অত্যাচারের রেখাও মন হইতে মুছিয়া যায়, কিন্তু যে ব্যক্তি অত্যাচার করে, তাহার অবস্থা অনেকটা স্বতন্ত্র—তাহার মন সর্ব্বদাই ভারাক্রান্ত থাকে। ইহজীবনে ইহাই তাহার শাস্তি, এবং পরকালেও সে খোদার নিকট কঠিন দণ্ড পাইবে।

[৪৬]

প্রিয় পৌত্র, আজকাল দেখিতেছি, প্রকৃত সৎলোকের একান্তই অভাব। যে কোন কাজ বিবেক-বুদ্ধিপ্রণোদিত হইয়া করাই কর্ত্তব্য—অসৎলোকের কথা কানে তোলা উচিত নয়। এর বেশি তোমাকে এখন আর কিছু বলিতে চাহি না। পৌত্র, দেওয়ালেরও কান আছে, জানিও। কোন কথা বলিবার আগে চিন্তা করিও কি বলিতেছ।

[৪৭]

ভাগ্যবান্ পৌত্র, অধীন সৈন্যগণের হৃদয় অধিকার করিতে পারিলে কার্য্যে সফলকাম হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তুমি উচ্চবংশে জন্মলাভ করিয়াছ। জীবনের পথে পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই তোমার সর্ব্বতো-ভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু হিন্দুস্থানের এই রাজ্য-সম্পদ সুখৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর শাহান্শাহ্ তৈমুরলঙ্গ এবং খোদার প্রতিভূ শাহান্শাহ্ আকবরের শ্রেষ্ঠ দান বলিয়া জানিও। খোদার কৃপায় ইহার উন্নতিসাধনে ও স্থৈর্য্যসম্পাদনে যদি কথঞ্চিৎ পরিমাণেও তুমি সক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অক্ষয় হইয়া চিরকাল তোমার কীর্ত্তি ঘোষণা করিবে। অতএব পৌত্র, যে সুযোগ তুমি এক্ষণে লাভ করিয়াছ, তাহা হেলায় হারাইও

না। সুযোগ একবার নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় তুমি ইহা লাভ করিতে পারিবে না।

[৪৮]

প্রিয় পৌত্র, বাহাদুরগড় হইয়া যাত্রা করিবার কালে আমার অভ্যর্থনার নিমিত্ত খাঁ ফিরোজজঙ্গ যেরূপ খরচ-পত্র করিয়াছিল, তাহা তাহার আয় এবং পদমর্য্যাদার অতিরিক্ত বলিয়া আমার মনে হয়। এই উপলক্ষে যে শোভাযাত্রা বাহির হয়, তাহার উপকরণ ছিল অসংখ্য কামান, সুবৃহৎ শকট, সুতীক্ষ্ণ তীর, বৃহদাকারের ভেরী, অসংখ্য গোলা-গুলি, অশ্ববাহী, উষ্ট্রবাহী এবং হস্তিবাহী কামান, বহুসংখ্যক যুদ্ধাশ্ব এবং রেশম মখমল ও অন্যান্য মূল্যবান আভরণমণ্ডিত হস্তী এবং অশ্বপৃষ্ঠে নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র। এ-ছাড়া আড়ম্বরপূর্ণ অনাবশ্যক জিনিষ যে কত ছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি ইহার বিস্তর জিনিষ সরকারে বাজেয়াপ্ত করিয়া লইয়াছি। তোমার নিজেরই ত ইহার দ্বিগুণ দ্রব্য-সামগ্রী ছিল, তবে অকারণ এই সকল খরচ-পত্র কেন বাড়াইয়াছিলে? আবশ্যক কাজে অর্থব্যয় করা প্রয়োজন স্বীকার করি; কিন্তু অকারণ অর্থব্যয়ে কেবল বিলাসিতা ও আত্মম্ভরিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

[৪৯]

প্রিয়তম পৌত্র, প্রত্যেক চিঠির আরম্ভেই তুমি লিখিয়া থাক—"শাহান্‌শার (অর্থাৎ আমার) ধনসম্পদ অক্ষয় এবং অনন্তকাল স্থায়ী হউক।" কিন্তু ইহা কিরূপে হইতে পারে, পৌত্র? ধনসম্পদ পুরুষানুক্রমে অবিকৃত থাকিবে এবং অনন্তকাল স্থায়ী হইবে, ইহা মোটেই সম্ভবপর নয়। তোমার চিঠির আরম্ভ এইরূপ হওয়া উচিত—"পরম কারুণিক সর্ব্বশক্তিমান খোদার অপার করুণাবলে—ইত্যাদি।" "মানুষ অসহায় এবং দুর্ব্বল", কোরাণের এই বাণী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিবে। শত্রু এবং মিত্র উভয়েই ভগবানের দান; কারণ, তিনিই এই উভয়ের সৃষ্টিকর্ত্তা। সুখী হও, পৌত্র!

[৫০]

[সুলতান মুহম্মদ মুয়জ্জমের দ্বিতীয় পুত্র মুহম্মদ আজিম্ উদ্দিন বাহাদুরের প্রতি]

প্রিয় পৌত্র আজিম্, পরমেশ্বরের অপার করুণার কথা ভুলিয়া যাওয়া বড়ই লজ্জার কথা—আমি নিজে যদিও এই দোষে দোষী। পৌত্র, খোদার সৃষ্ট মানব এই সংসারে তাঁহারই গচ্ছিত সামগ্রী বলিয়া জানিও। অতএব মানুষের প্রতি অত্যাচার অমার্জ্জনীয় অপরাধ।

মৃত্যু—ভগবানের বিচার, পাপের শাস্তি, নরকের বিভীষিকা প্রভৃতির অস্তিত্ব সত্য বলিয়া অন্তরের সহিত গ্রহণ করিও। প্রতিক্ষণ মনে রাখিও যে, তোমাকে ওই নশ্বর দেহ ও নশ্বর জগৎ একদিন ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে। অতএব সাবধান হও, পৌত্র, যাহাতে প্রপীড়িত-গণের অভিশাপে তোমার এই জীবনের আশা ভরসা ধূলিসাৎ হইয়া না যায়। রাজপুত্রের প্রজাপীড়ক হওয়া বড়ই নিন্দনীয়। এই বদ্‌ অভ্যাস তুমি কোথা হইতে শিক্ষা করিলে, পৌত্র? তোমার পিতা ও পিতামহের ত এই দোষ ছিল না। তোমার এই দোষ অবিলম্বে সংশোধিত হওয়া উচিত। আমি তোমাকে অন্য সকলের তুলনায় ভাল বলিয়াই জানিতাম এবং তোমাকেই সিংহাসনের ভাবী অধিকারী বলিয়া মনে করিতাম। এখন দেখিতেছি সকলই বিপরীত। মানুষ ভাবে এক, কিন্তু হয় আর এক।

[৫১]

[উম্‌দত্‌ উল্‌মুল্‌ক্‌ উজির আসদ্‌ খাঁর প্রতি]

সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত অনুগত সেবক, তোমার অনুরোধ-ক্রমে সদর উজির মুহম্মদ খাঁ সফীকে দ্বিতীয় খাস মুন্সীর পদে বাহাল করা গেল। এই অনুগ্রহের

কথা জানাইয়া সত্বর তাহাকে কাজে ডাকিয়া পাঠাও। তাহার কাজে যোগ না দেওয়া পর্য্যন্ত তুমি নিজেই হিসাব-কিতাব ভাল করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিতে থাক, যাহাতে নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণ অযথা প্রভুত্ব লাভ করিয়া কাজের ক্ষতি করিবার সুযোগ না পায়। নিজকে পবিত্র রাখ, মনটাকে দর্পণের ন্যায় পরিষ্কার কর ; অভাবগ্রস্তকে সাধ্যমত সাহায্য কর ; সৎকার্য্যের পুরস্কার ইহজীবনেই লাভ করিবে।

খাঁজাহান্ বাহাদুরকে অবিলম্বে এর মধ্যে এক পত্র লিখিয়া দাও---"অশ্বব্যবসায়িগণ এবং অন্য সকলে পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিতেছে। প্রপীড়ক হওয়া কোন মতেই ভাল কাজ নহে। অত্যাচারী ব্যক্তি ভগবানের নিকট কঠিন দণ্ডভোগ করিবে, একথা কেন তুমি সর্ব্বদা মনে করিয়া রাখিতেছ না ? ভুলিয়া যাইলে যে, তুমি ধীরে ধীরে মৃত্যুর সমীপবর্ত্তী হইতেছ ! ভগবানের কঠোর দণ্ড এবং ইহজীবনে বাদশার প্রবল কোপ, এই দুই বিষয় সর্ব্বদা যেন তোমার স্মরণ থাকে।"

তোমার পুত্র নস্‌রত জঙ্গকে জানাইও যে, একটি বহুমূল্য অঙ্গুরীয় তাহাকে উপহার পাঠাইব। কিন্তু ইহাতে তাহার পুরা খেতাব অঙ্কিত থাকিবে না, বড় জোর তাহার নামটি মাত্র দেওয়া থাকিবে। অত বড় যে সোলেমান, তাঁহার অঙ্গুরীতে কি লেখা ছিল জান ?

স্বর্ণাক্ষরে কেবল এই কয়টি কথা খোদিত ছিল—"এই জগৎ নশ্বর।"

রুহ্‌আল্লা খাঁ সেদিন যে ফকীরকে সঙ্গে আনিয়াছিল আমি তাহাকে দেখিয়াছি। ইহারা সেরূপ ফকীর নয়—শুধু আড়ম্বরই আছে দেখিলাম। ইহাকে দেখিয়া ফকীর মিঞা আব্‌দুল লতিফের একটি উপদেশ মনে পড়িয়া গেল—খোদা তাঁহার পবিত্র সমাধিকে অধিকতর পবিত্র করুন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ফকীরগণের সহিত যখন-তখন সাক্ষাৎ করা তোমার উচিত নয়।" তাঁহার এই কথায় আমি কিছু চিন্তিত হইলাম, বলিলাম, "আমরা সাংসারিক কাজে অহরহ লিপ্ত থাকিয়া পাপের মধ্যে ডুবিয়া রহিয়াছি। অতএব খোদার প্রিয়পাত্র ফকীরগণের সঙ্গলাভ না করিলে আমাদের কি গতি হইবে?" তদুত্তরে মিঞা বলিলেন, "আমি নিষেধ করিতেছি কেবল এই জন্য যে, এ-কালের ফকীরগণের মধ্যে ফকীরের ভাব অতি অল্পই আছে। সে-কালের ফকীরগণ যে পথে চলিতেন, ইহাদের পন্থা তাহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, ইহাদের সংশ্রবে থাকিলে তুমি আরও বেশি অন্ধকারে গিয়া পড়িবে। অতএব সাবধান হওয়া উচিত। খোদা তোমাকে রক্ষা করুন।" এই ফকীরকে এইরূপ লিখিয়া দাও, "বাদশার হুকুম যে তুমি ভগবানের আদেশ মানিয়া চলিবে এবং একমাত্র তাঁহাকেই প্রসন্ন করিবার

চেষ্টা করিবে। তুমি যেখানে ইচ্ছা অবাধে যাইতে পার, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিয়া বাদশাহ্‌কে বা লোকজনকে যেন বিরক্ত করিও না। তোমাকে কিছু মাসহারা দেওয়া যাইবে।”

[৫২]

তোমার অনুরোধে আটিক আল্লা খাঁকে তাহার পদে স্থায়ীরূপে বাহাল করা গেল। কিন্তু এজন্য তাহাকে অনেকগুলি সর্ত্ত মানিয়া চলিতে হইবে; যথা, প্রতিবৎসর তাহাকে তাহার এলাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে; প্রজাদের উপর সে কোনরূপ অত্যাচার করিবে না এবং কোন গ্রাম নষ্ট করিবে না, সে তাহার এলাকাভুক্ত স্থান তস্করশূন্য করিয়া দিবে, যাহাতে পথিকগণ নিরাপদে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতে সক্ষম হয় এবং বণিক ও ব্যবসায়ীদের কোন আতঙ্ক না থাকে। এই সকল সর্ত্ত অনুযায়ী যদি সে কাজ করিতে প্রস্তুত থাকে, তবেই তাহাকে বাদশাহী পরোয়ানা দেওয়া যাইবে, নতুবা নহে। মালিক ওমর কি করিয়াছিলেন জান? একজন শাসন-কর্ত্তা নিয়োগকালে তিনি তাঁহাকে এই কয়টি সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছিলেন।—(১) দরবারের প্রবেশদ্বারে কোনরূপ পাহারা থাকিবে না, যাহাতে প্রজাগণ বিনা বাধায় তাহাদের অভাব-অভিযোগ দরবারে পৌঁছাইতে পারে।

(২) প্রজাসাধারণের হিতার্থে তিনি তাঁহার যাবতীয় সময় নিয়োজিত করিবেন। (৩) কখনও তিনি অশ্বারোহণে নগর পরিভ্রমণ করিবেন না, বরং পদব্রজেই বাহির হইবেন, কেন না, ইহাতে প্রজাগণ নিজ নিজ অভাব-অভিযোগের কথা তাঁহাকে জানাইবার সুযোগ পাইবে। (৪) তাঁহার নিজের বা পরিবারবর্গের ব্যবহারের জন্য রাজকোষ হইতে কোন জিনিষ তিনি লইবেন না। জীবিকা অর্জ্জনের জন্য তিনি ন্যায়পন্থা অবলম্বন করিবেন। বার্দ্ধক্যহেতু অথবা পীড়া বশতঃ ইহাতে অপারগ হইলে তিনি সময়ে সময়ে রাজকোষ হইতে দুই-তিন 'দিরাম' মাত্র লইতে পারিবেন, ইহার অতিরিক্ত কিছুতেই নহে। (৫) বিচার কার্য্যে তাঁহাকে সাহস দেখাইতে হইবে, অর্থাৎ পক্ষপাতশূন্য হইয়া তিনি প্রজাসাধারণের বিচার করিবেন।

এই প্রকারের আরও অনেক সর্ত্ত ছিল। খালিফের এই সকল মহাবাক্য সাধ্যানুযায়ী পালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। হে ন্যায়পরায়ণ খোদা, আমাদিগকে সুপথ দেখাও। যাহারা সৎ এবং ধার্ম্মিক, তাহাদিগকে শান্তি দাও।

[৫৩]

সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত সেবক, শাহ্ আলমের প্রধান মুন্সী মুনাম্ খাঁকে আজ তুমি অতি অবশ্য আমার নিকট হাজির করিবে। নিমকহারাম পুত্র আকবরের দুরভিসন্ধির কথা আমি তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বিদায় দিব। সে এখন পারস্যরাজের মুখাপেক্ষী হইয়া হীরাটে আড্ডা লইয়াছে। হীরাটের শাসনকর্ত্তার কুপরামর্শে সে এখন সেখান হইতে এক পা'ও নড়িতেছে না। আমার মৃত্যুর অপেক্ষাতেই সে বসিয়া আছে। মুনাম্ খাঁকে এখন বেশী কিছু করিতে হইবে না। সে তাহার পুত্রকে সসৈন্যে কাবুলে রাখিবে এবং আমার সাহসী পৌত্র মুহম্মদ মা'জুদ্দিন বাহাদুরকে বিরাট বাহিনী সহ মুলতানে প্রেরণ করিবে। বাকী যে ক'টা দিন আমি বাঁচিয়া আছি, এই ব্যবস্থাই থাক্। আমার মৃত্যু পর্য্যন্ত রাজ্যে শান্তি বিরাজ করুক ইহাই আমার অভিপ্রায়।

দেখ, এমন বহুলোক দেখা গিয়াছে, যাহারা কেবল উচ্চাকাঙ্খা নিবৃত্তির জন্য বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া রাজ্য একেবারে ছারখারে দিতেও পশ্চাৎপদ হয় নাই। এই সকল লোককেই আবার অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছে

হতভাগ্য দারা-শিকো এই ধরণের একজন ছিল। সে যদি শাহান্‌শার উপদেশ মত চলিত, তাহা হইলে তাহাকে ওরকম দুঃখভোগ করিতে হইত না। সম্রাটের উপদেশ অমান্য করায় তাহার ওরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল। উচ্চাকাঙ্খা পূর্ণ হইলে কোন কোন স্থলে সুখদায়ক হয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই উচ্চাভিলাষিগণের জীবন শোচনীয় হইয়া থাকে। হে খোদা, মুহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে উন্নতির পথে চালিত কর এবং ইহজগত ও পরজগতে তাহাদের উপর করুণা কর।

[৫৪]

কাজকর্ম্মের বিশৃঙ্খলতা সম্বন্ধে আমজাদ খাঁ আমাকে যে অভিযোগ করিয়াছিল, তাহা তোমাকে জানাইয়াছি। বিদ্রোহিগণকে বন্দী করিবার জন্য মুহম্মদ ঈয়ার খাঁকে এই দণ্ডে আমার হুকুম পাঠাও এবং তাহাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দাও যেন সে ভবিষ্যতে কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা না করে। সাংসারিক কর্ত্তব্যপালনই প্রকৃতপক্ষে ধর্ম্মকার্য্য। মানুষের চোখ তো আছে, তবে শিক্ষকের কি প্রয়োজন! দুনিয়া চোখের সামনেই তো পড়িয়া রহিয়াছে। কেতাবের চেয়ে দুনিয়া হইতেই মানুষের শিখিবার আছে বেশী।

কোন এক বন্ধুর চিঠিতে জানিলাম যে, পুত্র মুহম্মদ আজম্‌ তার নিজের ভৃত্যদের লইয়া রাজপথে "ডাকচৌকি"

বসাইয়াছে। সে কি চায়? সে কি এইভাবে তার নিজের এলাকার সমস্ত খবর সংগ্রহ করিতে চায়? আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তুমিও এ বিষয়ে আমাকে কিছু জানাও নাই। আমার মনে হয় যে, শাহ্জাদা নিজের কাজে বড়ই উদাসীন এবং অমনোযোগী। যদি সে নিজের কাজই ভাল করিয়া না দেখে, তবে কি করিয়া সে রাজ্যের গুরুতর কাজ চালাইবে? রাজ্যের কাজ তো খোদারই কাজ! তুমি তাহাকে লিখিয়া দাও, সে যেন তার নিজের উদ্ভাবিত এই "ডাকচৌকি" প্রথা উঠাইয়া দেয়। অন্যথায় ইহা বলপূর্ব্বক তুলিয়া দেওয়া হইবে। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিতে চাই না। বুদ্ধিমানের পক্ষে একটি কথাই যথেষ্ট। শাহ্জাদাকে আমি যথেষ্ট সৎ পরামর্শ দিয়াছি। এখন তার কর্ত্তব্য, সেই মত কাজ করা।

একটি মরকতখচিত অঙ্গুরী কুলী খাঁকে উপঢৌকন দিবার জন্য কাল আমি পছন্দ করিয়াছি। অঙ্গুরীটিতে এখনও নাম খোদাই হয় নাই। এখন আমার মনে পড়িল যে, কুলী খাঁর খেতাব, "চিন্ ক্লিচ্ খাঁ।" তুমি জহুরী বিভাগের প্রধানকে দিয়া একজন খোদাইকর ডাকাইবে, এবং অঙ্গুরীটির উপর কুলী খাঁর সমগ্র খেতাবটি খোদাই করাইয়া উহা তাহার নিকট পাঠাইয়া দিবে।

[৫৫]

এ বৎসর আমীর খাঁ আমাকে এক ঝুড়ি আম উপহার পাঠাইয়াছিল। কিন্তু আমগুলি এত দেরীতে পৌঁছিয়াছিল যে, তার বেশীর ভাগই নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তুমি আমীর খাঁকে লিখিয়া দাও, যত শীঘ্র সম্ভব এক ঝুড়ি আম পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য—যদিও আমি তা চাই না। মানুষের লোভ কখনও মিটে না। প্রকৃত-পক্ষে তার যতটুকু দরকার, তার চেয়ে সে ঢের বেশী পাইবার আকাঙ্খা করে।

[৫৬]

সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সেবক, আমীর খাঁর মৃত্যুর জন্য তোমাকে সান্ত্বনা দিতেছি—যদিও আমরাও অবশ্যই মরিব। আত্মা আমাদের দেহের মধ্যে আছে বটে, তাহা হইলেও জীবনের যাত্রাপথ অসীম নয়, অর্থাৎ মানুষ মরিবেই। তুমি তোমার ভ্রাতা লাহোরের মন্ত্রীকে লিখিয়া পাঠাও, যেন সে মৃত আমীর খাঁর যাবতীয় সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করে; তাহাকে বল, যেন সে এজন্য বিধিমত চেষ্টা করে। মৃত আমীর খাঁর যা' কিছু আছে, সব বাজেয়াপ্ত করা চাই-ই—পাই-পয়সা এমন কি খড়-কুটাটিও যেন পড়িয়া না থাকে। তার সম্পত্তির কোথায়

কি আছে, সে বিষয়ে বাহিরের লোকের কাছেও খুব সাবধানে তদন্ত করিতে বলিবে। আমীর খাঁর ভৃত্য এবং অনুচরগণকে ভয় দেখাইয়া অথবা লোভ দেখাইয়া যাহা কিছু পাইবে সমস্তই যেন সে অধিকার করিয়া লয়। কেন না, এই সম্পত্তিতে প্রজাগণেরই অধিকার। যখন কোন সাময়িক রাজা, কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রতি কোরাণ-বর্ণিত করুণা অপেক্ষা অধিক করুণা দেখাইয়া থাকেন, তখন তিনি প্রকৃত ধর্ম্ম-বিশ্বাসীদের বঞ্চিত করেন। আমীর খাঁর জীবদ্দশায় এই পাপ আমি করিয়াছিলাম, অর্থাৎ তাহাকে খুসী রাখিবার জন্য তাহাকে সম্পত্তি ভোগ করিতে দিয়াছিলাম। এখন, তার মৃত্যুর পর কেন না আমি সে-সব সম্পত্তি নিজের অধিকারে আনিব? যাক্, এসম্বন্ধে অনেক বলা হইল। আর বেশী কিছু বলিতে চাই না।

[৫৭]

মুহম্মদ আমীন খাঁর পুত্রকে একটি পাগড়ি বক্‌শিস্ দিয়াছি। তুমি জহরৎ-বিভাগের অধ্যক্ষকে আদেশ দাও, যেন সে দু'টি কিংবা তিনটি পাগড়ি আমাকে উচিৎ মূল্যে পাঠাইয়া দেয়। সন্ধ্যাকালেই যেন পাই। চার হাজারীর নিম্ন পদবীর লোককে পাগড়ি বক্‌শিস্ দেওয়া প্রথা নহে বটে, তবুও একজন বালককে খুসী করিবার জন্য এরূপ

বক্‌শিসে কোন দোষ নাই। সম্রাট শাহ্‌জহানও একবার সাদিক খাঁ বাকানীর পুত্রকে এক পাগড়ি বক্‌শিস্‌ দিয়াছিলেন; কিন্তু বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পর উহা তাহাকে ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন।

[৫৮]

হোসেন আলি খাঁ, (আমার পৌত্র) মা'জুদ্দিন বাহাদুরের সহিত বিবাদ করিয়াছে ও তাহার হুকুম না পাইয়া এখানে চলিয়া আসিয়াছে। শাহ্‌জাদা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছে। তাহাকে পদচ্যুত করা হউক এবং তাহার জায়গীর সরকারে বাজেয়াপ্ত করা হউক—যাহাতে এই দেখিয়া অপরের শিক্ষা হয়। অত্যধিক সহিষ্ণুতা পদমর্য্যাদা নষ্ট করে। ধনুককে নিয়ত নোয়াইলে তাহা নরম এবং কাজের অনুপযুক্ত হয়। লোভ এবং অসৎকার্য্য হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য খোদার শরণ লইলাম।

[৫৯]

সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত ও অনুগত সেবক, তুমি ভাবিয়া দেখ, ফতেআল্লা খাঁর কাবুল-যাত্রা নানা কারণে যুক্তি-সঙ্গত নহে। (১) সে একটা বড় জাতির হর্ত্তাকর্ত্তা। (২) সে খুব ক্ষমতাশালী। (৩) সে বদ্‌মেজাজী এবং বাচাল। বরনালা অবরোধের সময় রূহ্‌আল্লা খাঁর সহকারীরূপে তাহাকে পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু সে তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করিত যেন খাঁ-ই তার সহকারী। রূহ্‌ আল্লা খাঁর ভদ্র এবং মিষ্ট ব্যবহার সত্ত্বেও এবং আমার কড়া হুকুম সত্ত্বেও সে খাঁ'র প্রতি এমন রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিল, যে জন্য খাঁ'কে সকলের সামনে যথেষ্ট লজ্জিত ও অপমানিত হইতে হইয়াছিল। তুমি এই "বাহাদুর" উপাধি প্রাপ্ত, তিন হাজার সৈন্যের নায়ক, ধূর্ত্ত ফতেআল্লা খাঁর গতিবিধির উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তুমি এই বিষয়ে ধীরভাবে চিন্তা কর; নতুবা তাহাকে আমাদের কাছে কাছে রাখাই ভাল।

[৬০]

মুহম্মদ ইখ্‌লাম্‌ এনায়েত্‌ আল্লা খাঁর মুখে শুনিলাম যে, সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী জ্যেষ্ঠ পুত্র মুয়জ্জম্‌ বিস্তর ঋণ করিয়াছে এবং সৈন্যগণের মাহিনা বাকী

ফেলিয়াছে। এরকম তো হইবেই। যোগ্য ও অযোগ্য বিবেচনা না করিয়া যে লোককে কাজে বাহাল করে, অকারণে লোকের বেতন বৃদ্ধি করে, কোনরূপ বিবেচনা না করিয়া লোকের উপর অনুগ্রহ করে, বক্‌শিস্‌ দেয়, সে ঋণগ্রস্ত হইবে না তো কি? সমগ্র কোরাণ তার মুখস্থ, আর সে একজন অসাধারণ জ্ঞানী। কোরাণের এই বাক্যটি কি তার স্মরণ হয় না! "—কখনও অমিতব্যয়ী হইও না।" মানুষের চোখ কান খোলা রহিয়াছে এবং তার বিবেকবুদ্ধিও আছে; তবে কেন যে সে খোদার খিদমত্‌ না করিয়া তাঁহাকে প্রতারিত করে, তার কারণ আমি বুঝিতে অক্ষম। শাহ্‌জাদার বর্ত্তমান কর্ম্মসচিবটি আমার একেবারে অপরিচিত, কেন না সে কাশ্মীর হইতে আগত। একটা কিছু ব্যবস্থা হওয়া দরকার। আমার মনে হয়, এই কর্ম্মসচিবটিকে বদল করিয়া এর জায়গায় ইস্‌লাম্‌ খাঁকে বাহাল করা হউক। ইস্‌লাম্‌ খাঁ তত খারাপ লোক নয়।

[৬১]

গত রাত্রে যে দরবেশকে আমার নিকট আনা হইয়াছিল, সে একেবারে নিরক্ষর। তাকে একজন গোঁড়া ফকীর বলিয়া মনে হইল। সম্ভবতঃ সে ভণ্ডামিটা খুব ভাল করিয়া অভ্যাস করিতেছে। তাহার বহু কার্য্য-

কলাপ এবং কথাবার্ত্তা ধর্ম্মের প্রতিকূল। সে দানশীলতার ঘোর বিপক্ষে। কেন, তাহা বুঝিলাম না। যিনি যখন রাজা হন, রাজকীয় ধনভাণ্ডার তখন তাঁহারই হাতে গচ্ছিত থাকে। তিনি যদি ধনভাণ্ডার হইতে অপরকে কিছু কিছু দান করেন, তাহা অন্যায় কিসে? রাজা যদি তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তির আয় হইতে কতক অংশ অসহায় ফকীরদের জন্য দান করেন, তবে সে-দান কি করিয়া অন্যায় হইতে পারে? এই দরবেশ কি কারণে দানের এত বিপক্ষে, সে কথা তাহাকে ভাল করিয়া জিজ্ঞাসা করিও। যদি সে সদুত্তর দেয় ভালই, নতুবা তাহাকে অবশ্যই সাজা দিবে। আফগানিস্থানের মহানুভব রাজা সুলতান মামুদ কি করিতেন জান? তিনি ধর্ম্মদ্রোহী ও ভণ্ডদের নিজের দরবারে আসিতে দেওয়া তো দূরের কথা, রাজ্যের সীমানাতেও ঢুকিতে দিতেন না—অপরে যাহাতে এই সব লোকের সংস্পর্শে আসিয়া ভুলপথে না যায়। হে খোদা! আমাদিগকে ঠিক পথে চালিত কর। যাহারা তোমাকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে শান্তি দাও।

[৬২]

শাহ্‌জাদা মুয়জ্জম্‌ ফতেআল্লা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিয়াছে। কাবুলে পাঠাইবার সময়েই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, এই দাম্ভিক খাঁর সাহায্য শাহ্‌জাদার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে না। কিন্তু আমি কি করিব? শাহ্‌জাদাই তো জিদ্‌ করিয়াছিল, খাঁকে তাহার নিকট পাঠাইবার জন্য। তাহার অনুরোধেই আমি তাহাকে সেখানে পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছিলাম। ফতেআল্লা খাঁর অধীনে যে তিন শত অনুচর আছে, তাহা সরাইয়া লওয়া হউক এবং তাহার খেতাবও কাড়িয়া লওয়া হউক। তাহার এই পদচ্যুতির হুকুম লিপিবদ্ধ করিয়া মহাফেজখানায় পাঠাইয়া দাও। আমার হুকুম মত এই বাচাল লোকটাকে লিখিয়া জানাও যে, শাহ্‌জাদার অন্তঃকরণে আঘাত দেওয়া এবং সে যে তাহার অধীনে, এ কথাটা গর্ব্ব সহকারে জাহির করাটাই কি বিশ্বস্ততার পরিচায়ক? এইরূপ আচরণ নীচ প্রকৃতির লোকেরাই করিয়া থাকে। আত্মসম্মানের জন্য যাহারা প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে পারে, এরূপ আচরণ তাহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। সে যদি শাহ্‌জাদাকে খুসী করিতে পারে, তবেই আমি তাহার উপর খুসী হইব। শাহ্‌জাদা যদি তার সুপারিশ করে, তবেই তাহাকে অতিরিক্ত খেতাব দেওয়া যাইবে। অন্যায়

কার্য্যের জন্য তার অনুতপ্ত হওয়া উচিত। আমার এই হুকুম তাহাকে জানাইয়া দাও এবং শাহ্‌জাদাকেও লিখিয়া দাও সে যেন তার উপর একটু সুনজর রাখে।

[৬৩]

সাম্রাজ্যের একান্ত অনুগত সেবক, মুনাম খাঁ তার নিজের কর্ত্তব্যকাজ যথাযথভাবে পালন করে নাই। সে একেবারেই অনভিজ্ঞ; তার উপর মূর্খের মত যা' তা' বলে। কাজকর্ম্ম এবং কথাবার্ত্তা সম্বন্ধে তাহাকে বিধিমত শিক্ষা দেওয়া দরকার। উপস্থিত তাহাকে নীচুপদে নামাইয়া দাও।

লাহোরে আবু নাসির খাঁ বিদ্রোহী হইয়াছে এবং সেখানকার অধিবাসিগণকে উত্যক্ত করিয়াছে। কি সে ভাবিয়াছে? সে হয়ত ভাবিয়াছে, এই রাজ্যে কোন রাজা নাই; অথবা সে তার নিজের মাথাটাকে স্কন্ধচ্যুত করিতে চায়! এ বিষয়ে তদন্ত করিয়া তুমি আজকালের মধ্যেই আমাকে জানাইবে, যাহাতে তাহাকে নীচুপদে নামাইয়া দিয়া তাহার চৈতন্যোৎপাদন করিতে পারি। গর্দ্দভেরা যখন এদিক ওদিক পলায়, তখন তাহাদিগকে ফিরাইয়া অনিতে হইলে লগুড়ের সাহায্য লইতে হয়।

জবরদস্ত খাঁ একজন ভাল সৈনিক এবং রাজকার্য্যে সে তাহার পিতার চেয়ে সুদক্ষ। সে নিজের ক্ষমতাবলে

লাহোর এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে বিদ্রোহীদের শাস্তি দিয়াছে এবং তাহাদের ঘরবাড়ী জ্বালাইয়া দিয়াছে। এজন্য তুমি তাহাকে অভিনন্দন করিয়া এক পত্র লিখিয়া দাও এবং তাহাকে এক সম্মানের পরিচ্ছদ উপহার দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখ।

[৬৪]

মূর্খ কামবক্শ্‌কে লইয়া তুমি মহম্মদ আজম্‌শা'র বাড়ীতে যাও এবং তাহাদের বিরোধ মিটাইয়া দাও। সংসারের অধিকার লইয়া পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করা একেবারেই অনুচিত। কেন না, প্রত্যেককেই খালি হাতে সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে এবং এই সংসারের কোন-কিছুই তার সঙ্গে যাইবে না।

[৬৫]

মুকারব খাঁকে বরনালা অধিকার করিবার জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছে। তাহাকে আমার হুকুম জানাও, সে যেন স্থানীয় জমিদার শম্ভাজীকে গ্রেপ্তার করে। ঐ দাম্ভিক জমিদারটা যখন বিবাদ করিবার জন্য রায়বাড়ী কেল্লা হইতে খালনা দুর্গে যাইবে, তখন যেন সে তাহাকে গ্রেপ্তার করে। এই সুযোগে তাহাকে আক্রমণ করিবার

জন্য বিশেষ করিয়া লিখিয়া দাও। আমার বিশ্বাস, খাঁ তাহাকে বন্দী করিয়া মুসলমানদের প্রতি অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে সক্ষম হইবে। খোদা আমাদের যেন মাফ্ করেন। খাঁ কি করিতে পারে ? খোদাই সব করেন এবং তিনিই মানুষকে দুষ্কর্ম্মের প্রতিফল দান করেন।

[৬৬]

তুমি আমার খাস উদ্যানে গিয়া ফুলের বাহার দেখিয়া আসিও। উদ্যানরক্ষকেরা তোমাকে সঙ্গে লইয়া সব দেখাইবে এবং তোমাকে খুসী করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। মনে রাখিও, যতক্ষণ তুমি তোমার প্রভুর বিশ্বাসভাজন থাকিবে, ততক্ষণ তাঁর সব জিনিষেই তোমার অধিকার ; কিন্তু যখনই তুমি অবিশ্বাসের কাজ করিবে, তখনই তুমি তাঁর সমস্ত জিনিষ হইতে বঞ্চিত হইবে।

[৬৭]

আগামী কল্য শাহ্‌জাদা শাহ্ আলম্ বাহাদুরের আসিবার দিন স্থির হইয়াছে। তুমি রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে জানাইয়া দাও, তাঁহারা যেন সসৈন্যে

অগ্রসর হইয়া শাহ্‌জাদাকে অভ্যর্থনা করেন। খুব যেন জাঁকজমক দেখান হয়, ইহাতে আমি খুসী হইব।

[৬৮]

ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, আদিকালে জগতে অত্যাচার-উপদ্রব খুব কম মাত্রায় ছিল। পরে, লোক-সংখ্যা যেমন বাড়িয়াছে, ইহার মাত্রাও তেমনি বাড়িয়াছে। আব্রাহিম্‌ খাঁকে তুমি জানাইয়া দাও যে, শীঘ্রই তাহাকে নীচু পদে নামাইয়া দেওয়া হইবে, কেন না, সে কাশ্মীরের কাজীদের সম্বন্ধে কোন সুবিচার করিল না।

খোদাকে ধন্যবাদ যে, জিঞ্জি দুর্গ আমাদের হস্তগত হইয়াছে এবং দুর্ব্বৃত্ত রাজারাম পলাইয়া গিয়াছে। তাহাকে বন্দী করা তেমন শক্ত ছিল না। কিন্তু জুলফিকর্‌ খাঁর মত কর্ম্মচারীদের অসাবধানতার জন্যই সে পলাইয়া গিয়াছে। আমার অলস কর্ম্মচারীর দল তাহাকে ধরিবার জন্য দিন কয়েক খুব উদ্যম দেখাইয়াছিল। এদের বলিয়া দেওয়া উচিত যে, মরিবার পূর্ব্বে ইহারা যেন জগৎটাকে ভাল করিয়া উপভোগ করিয়া লয়।

[৬৯]

সাম্রাজ্যের বিশ্বস্ত সেবক, ইয়ার আলি বেগ এ রকম দৈন্যের সহিত জীবন যাপন করা কিরূপে ঠিক বলিয়া মনে করে? সে এখন উকীলের পদে বাহাল রহিয়াছে। দীনভাবে জীবন যাপন করা যে অকর্ত্তব্য এ বিষয় কি সে কোরাণে দেখে নাই? তবে কেন সে সেইমত কাজ করে না? ইহাতে যে নিজকে এবং আমাকেও লোক-সমাজে বিদ্রূপভাজন করিয়া তুলিতেছে। প্রত্যেকের উচিত, সমাজের সহিত সামঞ্জস্য বিধান করিয়া চলা। কিন্তু ও-বেচারীর আর দোষ কি? ওর স্বভাবই যে ওই রকম! সুখস্বাচ্ছন্দ্য লাভ ত মানুষ আর নিজের ক্ষমতাবলে অর্জ্জন করিতে পারে না,—ঐ সর্ব্বশক্তিমান খোদা দয়া করিয়া মানুষকে যদি তা' বক্‌শিস্ না করেন।

শাহানশাহ্ (শাহ্‌জহান) রাজধানী শাহ্‌জহানাবাদের উদ্যানগুলিকে নানারকম ফল-ফুলের গাছ দ্বারা সাজাইয়া রাখিতে খুব বেশী ভালবাসিতেন। পুকুর বা জলাশয়গুলি যাহাতে বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকে সে বিষয়ে নিজে তিনি তত্ত্বাবধান করিতেন। এই পথিকও (অর্থাৎ আওরংজীব) যতদিন রাজধানী শাহ্‌জহানাবাদে ছিল, ততদিন সে সব উপভোগ করিয়াছে।

মুহম্মদ ইয়ার খাঁ রোজ যদি উদ্যানে যায় এবং গাছ-গুলির তত্ত্বাবধান করে, তো বড়ই ভাল হয়। নিজেও তুমি এবার হইতে প্রত্যহ একবার করিয়া উদ্যানে যাইবে এবং দুর্গপ্রাসাদ ও উদ্যানগুলির তত্ত্বাবধান করিবে। আর একটি কাজ তুমি অবশ্য করিবে। সমস্ত উদ্যান ও প্রাসাদগুলির অবস্থা আমাকে ভাল করিয়া জানাও। বিশেষ করিয়া শাহীবাবাদ, আজাআবাদ, মোবারক, নূরবাড়ী, সাহারন্দবাড়ী প্রভৃতি স্থানের উদ্যান ও প্রাসাদগুলি, আমি চলিয়া আসার পর হইতে কিরূপ অবস্থায় আছে আমাকে তাহা এরূপভাবে লিখিয়া পাঠাও যেন আমি সে-সব নিজের চোখের সামনে দেখিতেছি বলিয়া মনে হয়; শুধু তাই নয়, আমাকে প্রত্যেকের একটা করিয়া নক্সা পাঠাইবে। মহসীন খাঁর বাগানের খুব তারিফ শুনিয়াছি। ইহা কি অবস্থায় আছে জানাইবে। এ ছাড়া অপর যেসব প্রয়োজনীয় স্থান আছে, ভাল করিয়া তার খোঁজ লইবে এবং আমাকে সঠিক খবর জানাইবে, যাহাতে আমি উপযুক্ত পরিমাণ অর্থব্যয় করিয়া সে-সকল মেরামতের ব্যবস্থা করিতে পারি। হায়! হায়! এতদিন শিশুর মত কেবল খেলা ও আমোদেই জীবন কাটাইলাম! আমার নিজের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হইল না! জীবনটা বৃথায় গেল! পাপের জন্য অনুতাপ

ত কই আসিল না! হায়! হায়! হায়! আমার মুক্তির আর আশা কোথায়!

[৭০]

[সম্রাটের মরণাপন্ন অবস্থায় এই পত্রখানি তাঁহার তৃতীয় পুত্র মুহম্মদ আজম্ শাহ্‌কে লিখিত হইয়াছিল]

পুত্র, আশীর্ব্বাদ করি তুমি শান্তিলাভ কর—তোমার পরিজনবর্গও শান্তিলাভ করুক। বার্দ্ধক্যের একেবারে শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছি, দুর্ব্বলতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে; অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একেবারে শিথিল, শক্তিহীন। একা আসিয়াছিলাম, একাই চলিয়া যাইতেছি। আমি বুঝিতে পারিলাম না, কে আমি, কেন আসিয়াছিলাম, কি কাজ করিলাম! জীবন বৃথায় অতিবাহিত হইয়াছে—ভগবানের আরাধনা ত করা হয় নাই! একটি বিপুল সাম্রাজ্যের ভার আমার স্কন্ধে পড়িয়াছিল, কিন্তু দক্ষতার সহিত উহা পরিচালনা করিতে পারিয়াছি কি? আকাঙ্ক্ষিত অমূল্য জীবন হেলায় নষ্ট করিয়াছি। জগদীশ্বর এই পৃথিবীতেই বিরাজমান, কিন্তু তাহার দর্শনলাভের সৌভাগ্য আমার ঘটিল না। জীবন অনিত্য—অতীতের কোন চিহ্নই দৃষ্টিগোচর হইতেছে না, ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধেও কোন আশা নাই। আমার শরীর এখন জ্বর-ব্যাধি-শূন্য, যেন শরীরের দুরবস্থা দেখিয়া তাহারা লজ্জা

পাইয়াই পলায়ন করিয়াছে। চর্ম্মসার এই দেহে আর এতটুকুও বল নাই। পুত্র কামবক্‌শ্ বিজাপুরে গিয়াছে বটে, কিন্তু সে স্থান ত বেশী দূর নয়? তুমি আরও নিকটে (মালবদেশে) রহিয়াছ। প্রিয় পুত্র শাহ্ আলম্ কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা দূরে (কাবুলে) পড়িয়াছে। পৌত্র মহম্মদ আজিমও সেইখানে।—ভগবানের যা' অভিরুচি। আমার সৈন্যদল অসহায়, হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা আমারই মত অস্থির এবং বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। হায়, তাহারা বুঝিতেছে না যে, উপরে ভগবান আছেন—যিনি তাহাদের প্রভুরও প্রভু। সংসারে যখন আসিয়াছিলাম, কিছুই সঙ্গে আনি নাই; কিন্তু এখন ফিরিয়া যাইতেছি পাপের বোঝা লইয়া। জানি না আমাকে কি শাস্তিই ভোগ করিতে হইবে। জগদীশ্বর পরম কৃপাময়, সে বিশ্বাস আমার আছে, তথাপি ভয় দূর হইতেছে না; কারণ আমি যে মহাপাপী। যাহা হইবার তাহা ত হইয়া গিয়াছে। এখন আমি কাল-সমুদ্রে জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছি। জগদীশ্বর প্রজা-গণের রক্ষাকর্ত্তা হইলেও আমার উপযুক্ত পুত্রগণের কর্ত্তব্য, প্রতিকূল ঘটনাবলীর উপর সতর্ক-দৃষ্টি রাখা, যাহাতে প্রজাগণের বিশেষতঃ মুসলমানগণের জীবন অকারণে নষ্ট না হয়। আমার প্রিয় পৌত্র বাহাদুরকে আমার শুভ ইচ্ছা এবং শেষ আশীর্ব্বাদ জানাইও। আর

একটি কথা তোমাকে বলি—কন্যা জিনত্-উন্-নিসা যারপর নাই শোকার্ত্তা। তাহার রক্ষাকর্ত্তা একমাত্র ভগবান। বিদায় পুত্র বিদায়, বিদায়।

[৭১]

[সম্রাটের মৃত্যুশয্যায় কনিষ্ঠ পুত্র সুলতান মুহম্মদ কামবক্শের প্রতি এই পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল]

প্রিয়দর্শন পুত্র, এই সংসারে সকলেই নিজ নিজ ইচ্ছার বশীভূত হইয়া কার্য্য করিতেছে। কিন্তু পুত্র, আমি অন্তিমকালে তোমাকে ঐশ্বরিক ইচ্ছার কথাও স্মরণ করাইয়া দিতেছি। আমার উপদেশ তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না জানি, তথাপি কয়েকটি কথা তোমাকে বলিব। আমি ত এই সংসার হইতে বিদায় হইলাম, কিন্তু আমার বড়ই দুঃখ হয় তোমাদের অক্ষমতার কথা ভাবিয়া। না জানি তোমাদের কি দুর্দ্দশাই হইবে। যাহা হউক এখন ত আর কোন হাত নাই! আমি পাপের বোঝা বহন করিয়া লইয়া চলিলাম—সংসারে থাকিয়া কেবল পাপ কার্য্যই যে সঞ্চয় করিয়াছি! প্রকৃতির কি আশ্চর্য্য বিধান! আসিয়াছিলাম রিক্তহস্তে, কিন্তু ফিরিয়া যাইতেছি পাপের ভারে ভারাক্রান্ত হইয়া। বার দিন প্রবল জ্বরে আক্রান্ত ছিলাম, এখন জ্বর ছাড়িয়া

গিয়াছে। এখন যে দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি পুত্র, সেই দিকেই যেন ভগবানের অস্তিত্ব অনুভব করিতেছি। একটি কারণে আমি প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভব করিতেছি। আমার অবর্ত্তমানে আমার বিপুল বাহিনী এবং বিশ্বস্ত অনুচরগণ যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে সুপরিচালিত হইবে না। আমি নিজের সম্বন্ধে কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মহাপাতকী আমি, আমার ভাগ্যে না-জানি কি শাস্তিই লেখা আছে! ভগবান্ প্রজার রক্ষা-কর্ত্তা বটেন, কিন্তু আমার পুত্রগণের উচিত প্রজা-সকলকে বিপদে রক্ষা করা। আজম্ আমার নিকটেই আছে। তোমার সম্বন্ধে সকল কথা তাহাকে বলিয়াছি। তুমিও আমার শেষ অভিপ্রায় প্রতিপালন করিও, পুত্র। যাহাতে অনর্থক রক্তপাত হয় এবং মুসলমানগণের যাহাতে জীবন নষ্ট হয় সেরূপ ঘটনা রহিত করাই তোমাদের কর্ত্তব্য। এই বৃদ্ধকে আর নিমিত্তের ভাগী করিও না। তোমাকে এবং তোমার পুত্রগণকে ভগবানের হস্তে সমর্পণ করিলাম। তোমরা সুখী হও, পুত্র! আমি তোমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইতেছি। আমার হৃদয় এখন বড়ই চঞ্চল। প্রিয় পৌত্র বাহাদুর এখন গুজরাটে, আজম্ সীমান্ত প্রদেশে (কাবুলে)। বেগম জিনৎ-উন্-নিসা বড়ই শোকাকুলা। জীবনে কোন সুখই ত

সে পায় নাই। তাহার যে কি কষ্ট, সে তাহা নিজেই জানে, অপরে তা' কি বুঝিবে? উদিপুরী বেগম, তোমার মাতা—আমার পীড়ারও অংশভাগিনী হইয়াছেন। তাহার অভিপ্রায়, হিন্দু সতীনারীর ন্যায় আমার সহিত তিনি সহমৃতা হইবেন। পুত্র, আত্মীয়স্বজন এবং ভৃত্যগণ ভণ্ড এবং কপটাচারী হইলেও তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিও। তাহাদিগকে পদচ্যুত বা কোনরূপে নিগৃহীত করিও না। পুত্র, মিতব্যয়ী হইতে চেষ্টা কর। আশীর্ব্বাদ করি সুখী হও। বিদায় পুত্র, বিদায়!